

ব্রুকলিন গুলাগুলি পুলিশসহ আহত ১০

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের ছুটির সপ্তাহান্তে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে পৃথক দুটি গোলাগুলির ঘটনায় এক *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

ম্যানহাটনে লিজিওনেয়ার্স রোগের প্রকোপ : আক্রান্ত বেড়ে ১৪

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ম্যানহাটনের আপার ইস্ট সাইডে লিজিওনেয়ার্স রোগের সংক্রমণ আরও বাড়ছে। নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ১৪ জনের আক্রান্ত হওয়া নিশ্চিত হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় তদন্তের পরিধিও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তবে সংক্রমণের উৎস এখনো শনাক্ত করা যায়নি।

নিউইয়র্ক সিটি স্বাস্থ্য বিভাগ রোববার জানায়, আপার ইস্ট সাইডের ১০০৭৫, ১০০২৮ এবং ১০১২৮ জিপ কোড এলাকায় এখন পর্যন্ত লিজিওনেয়ার্স রোগে *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ‖ Issue 41 / July 06, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ৪১ ‖ সোমবার, জুলাই ০৬, ২০২৬, আষাঢ় ২২, ১৪৩৩ ‖ মহররম ২০, ১৪৪৮

৫ দিনে ১০ হাজার অভিবাসী গ্রেপ্তার

ওয়ার্ক পারমিট হারাচ্ছেন লাখো টিপিএসধারী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের গণ-নির্বাসন (ম্যাস ডিপোর্টেশন) কর্মসূচি নতুন গতি পেয়েছে। জুনের শেষ পাঁচ দিনে দেশজুড়ে প্রায় ১০ হাজার অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)। প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুই হাজার গ্রেপ্তারের এই হার ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বিতীয় মেয়াদে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অভিযানগুলোর একটি বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস বা অস্থায়ী সুরক্ষা



(টিপিএস) প্রাপ্ত লাখো অভিবাসীর ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ নতুন করে নির্ধারণ করেছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস)। সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পর নেওয়া এই সিদ্ধান্তে ১০ জুলাইকে সম্ভাব্য শেষ তারিখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা হাইতি, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ কয়েকটি দেশের প্রায় ১৩ লাখ অভিবাসীর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর হাতে আসা, তবে এখনো প্রকাশ না হওয়া সরকারি *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

টিকটক বিরোধ থেকে অপহরণ ও নির্যাতন মামলায়

নিউইয়র্কে নারীসহ দুই বাংলাদেশি দোষী সাব্যস্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের কুইন্সে টিকটককে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিনের অনলাইন বিরোধ ও ব্যক্তিগত শত্রুতা শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ অপহরণ ও নির্যাতনের ঘটনায় রূপ নেয়। এই মামলায় বাংলাদেশি কমিউনিটির এক নারীসহ দুইজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে ফেডারেল জুরি। আদালতের রায় অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হওয়া দ্বন্দ্ব বাস্তব জীবনে গিয়ে মারাত্মক ফৌজদারি অপরাধে পরিণত হয়।



নিউইয়র্ক কুইন্সের কজ্যামাইকায় ২০২৩ সালের মার্চে ঘটে যাওয়া একটি অপহরণ ও নির্মম নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলোচিত এই মামলায় ফেডারেল আদালত সম্প্রতি রায় ঘোষণা করেছে। মামলায় ৪০ বছর বয়সী সুলতানা রাজিয়া এবং তার সহ-অভিযুক্ত সাইয়েদ রুবেল আহমেদকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলা ব্যক্তিগত বিরোধ ধীরে ধীরে সংগঠিত সহিংস অপরাধে রূপ নেয়।

প্রসিকিউটরদের অভিযোগ অনুযায়ী, ভিকটিম মুবারক দেওয়ান ২০২৩ সালের ২৭ মার্চ জ্যামাইকা, কুইন্স এলাকায় খাবার নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ করে অপহরণের শিকার হন। অভিযোগে বলা হয়, তাকে জোর করে একটি গাড়িতে তুলে নেওয়া হয় এবং এরপর কয়েক ঘণ্টা ধরে কুইন্সের বিভিন্ন স্থানে *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

আত্মগোপনে থাকা শামীম ওসমান নিউইয়র্কের ক্রুজশীপ ভ্রমণে!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: দীর্ঘ দুই বছর আত্মগোপনে থাকা ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর পতিত ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের দেখা মিলেছে নিউইয়র্কে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের ভিডিওতে দেখা যায় নিউইয়র্কের নদীর তীরে



দাঁড়িয়ে শামীম ওসমান উদাসী মনে ধূমপান করছেন। পরবর্তীতে আরেকটি পোস্টে দেখা যায় শামীম ওসমান এর সাথে আওয়ামী লীগ এর যুক্তরাষ্ট্রের শাখার সভাপতি ডক্টর সিদ্দিকুর রহমান, নিউইর্য়ক এর কমিউনিটি *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

তাপদাহে নিউ জার্সিতে মৃতের সংখ্যা ২২

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে চলমান তীব্র তাপপ্রবাহ প্রাণঘাতী রূপ নিয়েছে। অঙ্গরাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, শনিবার রাত পর্যন্ত অন্তত ২২ জনের মৃত্যুর সঙ্গে তাপদাহের সম্পর্ক থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে। নিহতদের বেশিরভাগই মধ্য ও উত্তর নিউ জার্সির বাসিন্দা এবং তাদের অনেককে এমন বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

নিউইয়র্কের মেডিকেইড ফ্রড কন্ট্রোল ইউনিটের ফেডারেল তহবিল স্থগিত!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ট্রাম্প প্রশাসন নিউইয়র্কের মেডিকেইড ফ্রড কন্ট্রোল ইউনিটের ফেডারেল তহবিল স্থগিত করেছে। ফেডারেল কর্তৃপক্ষের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে দুর্বল ফৌজদারি প্রয়োগ এবং ধীর তদন্ত সহ মামলা তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ ডিজিটাল-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের দপ্তর এক চিঠিতে জানায়, নিউইয়র্কের মেডিকেইড ফ্রড কন্ট্রোল ইউনিট দেশের বড় রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল পারফর্মিং ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ইউনিটটি মাত্র ৫৩টি জালিয়াতি মামলার দণ্ড (কনভিকশন) সম্পন্ন করেছে, যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। একই সময়ে কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক *৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দিনে নাগরিকত্ব পেলেন ১৫০ জন, আছেন বাংলাদেশিও

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মাউন্ট ভার্ননে এক বিশেষ নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। যেখানে বিশ্বের ৫০টি দেশের ১৫০ জন অভিবাসী আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন নাগরিকত্ব লাভ করেন। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি অভিবাসী আনিতা নওশীনসহ বিভিন্ন দেশের মানুষ শপথ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক



হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল আবেগ, গর্ব এবং ইতিহাসের এক অনন্য সংমিশ্রণ।

শনিবার (৪ জুলাই) জর্জ ওয়াশিংটনের ঐতিহাসিক মাউন্ট ভার্নন প্রাঙ্গণে স্বাধীনতা দিবস এবং যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী একসঙ্গে উদযাপনের অংশ হিসেবে এই নাগরিকত্ব অনুষ্ঠান আয়োজন *১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com


Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com



Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

জুলাই হত্যা মামলায় হ-য-ব-র-ল

নিজস্ব প্রতিবেদক : জুলাই হত্যাকাণ্ডের মামলার তদন্ত নিয়ে চলছে তুঘলকি কাণ্ড। গণহারে আসামি করা, মিথ্যা অভিযোগ, মামলা বাণিজ্য, বাদী-বিবাদীর পরিচয় জটিলতাসহ নানামুখী জটিলতায় দিশেহারা পুলিশ। তদন্তে নেমে দেখা যাচ্ছে অনেক মামলার বাদী আসামিদের নাম-পরিচয় পর্যন্ত শনাক্ত করতে পারছেন না। আবার মৃত ব্যক্তিসহ ঘটনাস্থলের ত্রি-সীমানাতেও না থাকা অসংখ্য ব্যক্তির নাম রয়েছে এজাহারে। মামলার আসামি করা নিয়ে 'বিপুল বাণিজ্যের' অভিযোগও জোরদার হচ্ছে। থানার পাশাপাশি পুলিশের কয়েকটি ইউনিট এসব মামলার তদন্ত করছে। একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার কাঁধে গড়ে ১০টিরও বেশি মামলা দায়িত্ব থাকায় হিসাব মেলাতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। এর মধ্যে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ তৈরি হয়েছে দিশেহারা অবস্থা।

- গণআসামি, ভুয়া অভিযোগে দিশেহারা পুলিশ
- আসামি তালিকার হিসাব মেলাতেই ২ বছর পার
- ফেঁসে যাচ্ছেন মিথ্যা মামলার ১০২ বাদী

ইতিমধ্যে মিথ্যা মামলা করায় ১০২ জন বাদীর বিরুদ্ধে উল্টো ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে এসব মামলার অভিযোগের কোনো ভিত্তিই নেই। এমনকি জীবিতকে মৃত দেখিয়ে মামলা করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। অনেক মামলার বাদী ও আসামিদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে পতন হয় আওয়ামী লীগ সরকারের। আন্দোলন দমনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের গুলিতে সাড়ে ৮০০-এর মতো মানুষ প্রাণ হারান বলে সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে। এসব ঘটনায় সারাদেশে ৮০০-এর মতো হত্যা মামলা হয়েছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত তদন্ত শেষ হয়েছে ৩৫৪টির। আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে ১১৫টি মামলার। বাকি মামলার তদন্ত কবে শেষ হবে সে ব্যাপারে কিছুই বলতে পারছেন না সংশ্লিষ্টরা।

তারা বলছেন, ঘটনার প্রায় দুই বছর পেরিয়ে গেলেও তদন্ত প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ মামলা এবং পুলিশের কাঠামোগত দুর্বলতায় অনেক ক্ষেত্রে তদন্ত প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ওপর বহুমুখী চাপ, রাজনৈতিক তদবিরও তৈরি করছে বাড়তি জটিলতা।

৬৪ শতাংশ মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নেই : আদালতে দায়েরের পর পিবিআইর কাছে পাঠানো ২৭২টি মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এগুলোর মধ্যে প্রায় ৬৪ শতাংশের ক্ষেত্রে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ফলে ১৪২টি মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়ার পর আদালতে তা নিষ্পত্তি হয়েছে। মাত্র ৯০টি মামলার অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলেও অনেক ক্ষেত্রে আসামিদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পিবিআইর কাছে আসা মামলাগুলোর মধ্যে মিথ্যা মামলার সংখ্যা ১৪টির মতো। বাদীর অসহযোগিতা ও সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব রয়েছে তিনটিতে। অন্যদিকে থানা থেকে পিবিআইর কাছে আসা ৭৭টি মামলার মধ্যে ৩৭টিই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়ার পর আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে। বাকি ৪০টির তদন্ত চলমান। ঢালাও আসামি থাকায় এসব মামলার সুরাহা করাও কঠিন হয়ে পড়েছে।

পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে জানান, এ ধরনের মামলা নিয়ে প্রচণ্ড হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঢালাওভাবে প্রতিটি মামলায় শত শত ব্যক্তিকে আসামি করায় জটিলতায় পড়ছে তদন্ত। বিভিন্ন হত্যা মামলার আসামিদের ধরতে সারা দেশে অভিযান চলছে। এসব অভিযানে নিরপরাধ লোকজনও গ্রেপ্তার ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ট্রাম্প চাইলেই কি কংগ্রেসকে দিয়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের আইন পাল্টে দিতে পারবেন

আল-জাজিরা : যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়া প্রায় সবাইকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব দেওয়ার দীর্ঘদিনের প্রথা বাতিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগ খারিজ করে দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ে ট্রাম্পের অভিবাসননীতি আমূল বদলে দেওয়ার প্রচেষ্টা বড় ধাক্কা খেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার ৬-৩ ভোটে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা ট্রাম্পের নাগরিকত্ব-সংক্রান্ত একটি অভিবাসী আদেশ বাতিল করেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর জারি করা ওই আদেশে বলা হয়েছিল, যেসব শিশুর মা-বাবা অস্থায়ী বৈধ মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন অথবা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া দেশটিতে আছেন, তাদের শিশুরা যুক্তরাষ্ট্রে জন্মালেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্কিন নাগরিকত্ব পাবে না।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার অর্থ কী, তা ৪ জুলাই দেশটির স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের কয়েক দিন আগে দেওয়া এ রায়ের মধ্য দিয়ে আবারও স্পষ্ট হয়েছে। এ নীতি ১৮৬৮ সালে দেশটির সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধ শেষে দাসপ্রথার অবসানের পর এ সংশোধনী কার্যকর করা হয়।

প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নীতির প্রশংসা করেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকদের পক্ষে রায়ে লিখেছেন, 'সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর প্রণেতারা এ দেশের প্রতিটি স্বাধীনভাবে জন্ম নেওয়া মানুষের জন্য এই অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। আজও আমরা সেই অঙ্গীকার রক্ষা করছি।'

কী ছিল ট্রাম্পের যুক্তি

কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতির অংশ হিসেবে ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছিল, যদি কোনো শিশু জন্মের সময় তার একজন অভিভাবক যুক্তরাষ্ট্রে 'অবৈধভাবে অবস্থান' করেন এবং অন্যজন মার্কিন নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা না হন, তাহলে সেই



জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়কে 'দেশের জন্য খুবই খারাপ' বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফাইল ছবি: এএফপি

শিশু জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দাবি করতে পারবে না।

এতে আরও বলা হয়, যদি কোনো অভিভাবক পর্যটক, শিক্ষার্থী বা কর্মভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে 'বৈধ কিন্তু অস্থায়ীভাবে' অবস্থান করেন এবং অন্যজনও মার্কিন নাগরিক না হন, তাহলে তাঁদের সন্তানও জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাবে না।

বর্তমান আইনে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অর্থ হলো, মা-বাবার অভিবাসন মর্যাদা যেমনই হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম নেওয়া শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবে মার্কিন নাগরিক হবে। এ নীতি জুস সোলি বা ভূমির অধিকার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এর বিপরীতে রয়েছে জুস স্যাঙ্গুইনিস বা রক্তের অধিকার নীতি। এ ব্যবস্থায় শিশুর জন্মস্থান নয়, বরং বাবা-মায়ের নাগরিকত্বই তার জাতীয়তা নির্ধারণ করে।

ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের কারণে অবৈধ অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণমূলক সুবিধা ভোগের সুযোগ পাচ্ছেন এবং এতে করদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

আদালতে ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা যুক্তি দেন, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এত দিন জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই সংশোধনীতে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বা নাগরিকত্বপ্রাপ্ত এবং যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারের অধীন সব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও যে অঙ্গরাজ্যে বসবাস করেন, সেই অঙ্গরাজ্যের নাগরিক।'

প্রশাসনের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল জন সাওয়ার আদালতে যুক্তি দেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারের অধীন'—এই বাক্যাংশের অর্থ হলো, কিছু অভিবাসী গোষ্ঠী স্বয়ংক্রিয়ভাবে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বাইরে থাকবে। তাঁর মতে, এ সুবিধা কেবল তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত, যাঁদের স্থায়ী বসবাসের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রয়েছে।

সাওয়ার আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে জন্ম ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আর্থিক অপরাধের জন্য সবচেয়ে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকার বাংলাদেশেই

নিজস্ব প্রতিবেদক: ১৯৯৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ৩০ বছর তিনি এ দায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু দায়িত্ব পালন শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রিয়াদ সালামেহর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে গিয়েছিলেন ব্যাংকে ডু লিবানের এ গভর্নর।

গভর্নরের গ্রেফতার ও বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আরেকটি ঘটনা দেখা যায় অ্যাঙ্গোলায়। মধ্য আফ্রিকার দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ভালতের ফিলিপে দা সিলভা ২০১৭ সালে বরখাস্ত হন। তার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ব্যাংক অব অ্যাঙ্গোলা থেকে ৫০ কোটি ডলার অবৈধভাবে বিদেশে স্থানান্তরের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। ২০২০ সালে তিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন। এ মামলায় তার সঙ্গে দেশটির আরো কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার বিচার হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন অ্যাঙ্গোলার সাবেক প্রেসিডেন্টের ছেলেও।

উন্নয়নশীল কিংবা দরিদ্র দেশের পাশাপাশি চলতি শতাব্দীতে জার্মানির মতো উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক গভর্নরের বিরুদ্ধেও অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ২০০৪ সালে জার্মানির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ডয়চে বুন্দেসব্যাংক) প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন আর্নস্ট ভেলটেক। অভিযোগ ছিল, একটি বেসরকারি ব্যাংক বার্লিনের কোনো বিলাসবহুল হোটেলে এ গভর্নর ও তার



পরিবারের থাকার খরচ (প্রায় ৭ হাজার ৭০০ ইউরো) বহন করেছিল। ফ্রাংকফুর্টের প্রসিকিউটররা এ বিষয়ে তদন্ত করলেও শেষ পর্যন্ত কোনো ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে এ ঘটনায় ভেলটেককে ২৫ হাজার ইউরো জরিমানা গুনতে হয়েছিল।

বিশ্বের অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর কিংবা জ্যেষ্ঠ অনেক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি কিংবা স্বার্থের সংঘাতে জড়ানোর অভিযোগ উঠলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো এত বিস্তৃত অভিযোগ কোথাও পাওয়া যায় না। ২০০৯ সাল-পরবর্তী দেড় দশকজুড়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে দায়িত্ব পালনকারী তিন গভর্নরের বিরুদ্ধেই দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত করছে। এ গভর্নরদের সঙ্গে তদন্তের জালে জড়িয়েছেন বিভিন্ন সময়ের সাতজন ডেপুটি গভর্নর, অনেক নির্বাহী পরিচালকসহ অন্তত ৫৫ জন কর্মকর্তা। তাদের বিরুদ্ধে মামলা, তদন্ত, ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের বিচার শেষ হয়নি এক যুগেও

নিজস্ব প্রতিবেদক: নারায়ণগঞ্জের বহুল আলোচিত সাত খুনের ঘটনার ১২ বছর পার হয়ে গেছে। এখনো কার্যকর হয়নি মামলার রায়। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া, আপিল ও আইনি জটিলতার কারণে মামলাটি এখনো চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে ক্ষোভ, হতাশা ও অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা।

২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের তৎকালীন প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী চন্দন কুমার সরকারসহ সাতজনকে অপহরণের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তিন দিন পর শীতলক্ষ্যা নদী থেকে একে একে উদ্ধার করা হয় তাদের লাশ। ঘটনাটি দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল।

সেদিন দুপুরে আদালত থেকে জামিন নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম। তার সঙ্গে ছিলেন চার সহযোগী। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের লামাপাড়া এলাকায় পৌঁছালে সাদাপোশাকে থাকা একটি দল তাদের গাড়ির গতি রোধ করে তুলে নিয়ে যায়।

একই সময়ে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন নারায়ণগঞ্জের প্রবীণ আইনজীবী চন্দন কুমার সরকার। এ সময় ঘটনার ভিডিও করার চেষ্টা করলে তাকে ও তার গাড়িচালক ইব্রাহিমকেও অপহরণ করা হয়। এরপর সাতজনই নিখোঁজ হন।

৩০ এপ্রিল শীতলক্ষ্যা নদী থেকে ছয়জনের এবং পরদিন আরেকজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তে উঠে আসে ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র। নিহতদের মাথায় আঘাত করা হয়েছিল, গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছিল এবং লাশ নদীতে ডুবিয়ে রাখার জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল।

ঘটনার পর নিহত নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম বিউটি এবং নিহত আইনজীবী চন্দন সরকারের জামাতা বিজয় কুমার পাল পৃথক মামলা করেন। এ সময় আসামি নূর হোসেনের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব নেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শামীম ওসমানের বন্ধু হিসেবে পরিচিত অ্যাডভোকেট খোকন সাহা। অন্যদিকে নিহত নজরুলের পরিবারের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে আদালতে দাঁড়ান তৎকালীন বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান। ফলে মামলাটির বিচারকাজ নিয়ে সে সময় শহরের রাজনীতিতে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়।

এদিকে মামলার দীর্ঘ তদন্ত শেষে ২০১৫ সালে ৩৫ জনকে আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পরে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালত রায় দেন। রায়ে র‍্যাব-১১-এর সাবেক তিন কর্মকর্তা, নূর হোসেনসহ ২৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

পরে উচ্চ ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যত বাধা

কাওসার আলম : দেশে কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট রয়েছে। প্রতি বছরই ২০-২২ লাখ তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করেন। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না থাকায় এর বড় একটি অংশ বেকার অথবা প্রচ্ছন্ন বেকার হিসেবে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে নতুন এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে বলে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। কিন্তু বিরাজমান ভঙ্গুর অর্থনীতি ও আর্থিক খাত, উচ্চ সুদহার, জ্বালানি ও বিদ্যুতের তীব্র সংকটের কারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়ন নিয়ে বড় ধরনের শঙ্কা রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) সূত্রে জানা গেছে, আগামী পাঁচ বছরে দেশে ৮০ লাখের মতো নতুন কর্মসংস্থান তৈরির একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। রূপরেখা অনুযায়ী কর্মসংস্থান তৈরি হবে বেসরকারি খাতের হাত ধরেই। এর মধ্যে সেবা, শিল্প ও কৃষিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। অপরদিকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরে প্রায় পাঁচ লাখ পদ খালি রয়েছে। সেসব পদে জনবল নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন আরো ১৫ লাখ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টিও রয়েছে তালিকায়। সব মিলিয়ে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে প্রায় সাত কোটি লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে। আগামী পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০৩১ সালের মধ্যে নতুন ৮০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষিতে তিন কোটি ৫০ লাখ মানুষ নিয়োজিত। আগামী পাঁচ বছরে এ খাতে আরো ১০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। শিল্প খাতে এক কোটি ২০ লাখ লোক নিয়োজিত রয়েছেন। এ খাতে ২৫ লাখ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ সংখ্যা এক কোটি ৪৫ লাখে উন্নীত করতে চায় সরকার। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সেবা খাতকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে এ খাতে দুই কোটি ৬০ লাখ কর্মসংস্থান রয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বিএনপি সরকারের লক্ষ্য এ খাতে আরো ৪০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করা। সেবা খাতের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাংক ও পরিবহন খাতকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর আমার দেশকে বলেন, কর্মসংস্থান তৈরিতে বিনিয়োগকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে যে ধরনের নীতি ও সুবিধা প্রয়োজন, সেগুলোর বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে। নীতির ধারাবাহিকতার জন্য বাজেটে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কর কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ফসিল ফুয়েলের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা, কৌশলগত মজুত বৃদ্ধি এবং সহনশীল দর রাখা হয়েছে। অর্থায়নের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ ধরনের তহবিল এর আগে কখনো গঠিত হয়নি। যোগাযোগব্যবস্থার জন্য রেলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্যার্জনে আমাদের মডেল ও কৌশল রয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে।

তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্র শিল্প থেকে শুরু করে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প–সব খাতের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শিল্প ও সেবা খাতে আমরা কী করতে চাই, সেগুলোর পথনকশা সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে।

বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ আর্থিক খাতের ভঙ্গুরতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, সংকটকালে দেশের অর্থনীতিকে সঠিক পথে আনার বিষয়ে অতীতে বিএনপি সফলতা দেখিয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মরহুমা খালেদা জিয়া–দুজনই সংকট মোকাবিলা করে অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের সে আস্থা বিএনপি সরকারের প্রতি রয়েছে। এ কারণে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছে বিএনপি। সুতরাং অতীতের রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে আমরা বলতে চাই, আমাদের যে লক্ষ্য, সেটা অর্জন করতে সক্ষম হব।

জিইডি সদস্য ড. মনজুর হোসেন আমার দেশকে বলেন, সরকার আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রায় এক কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এটি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি বছর শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। বিনিয়োগের পরিমাণ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি বড় লক্ষ্যই হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

নতুন কর্মসংস্থানের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, এটিই চূড়ান্ত, বিষয়টি এমন নয়



উল্লেখ করে জিইডির এই সদস্য বলেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এটা রিভিউ করা হবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এর সংখ্যা বাড়তে পারে কিংবা কমতেও পারে। তবে এখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। এজন্য কর্মসংস্থানসম্পর্কিত বেশকিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার রুগ্ন শিল্পের জন্য বড় অঙ্কের বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে এটিও সরকারের উদ্যোগের একটি অংশ।

তিনি আরো বলেন, সরকার বাজেটে ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য বড় ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও করছাড় দিয়েছে। নতুন খাত হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সরকার যেসব প্রকল্প নিয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমেও কর্মসংস্থান তৈরি হবে। আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরিও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

তবে বর্তমানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জ্বালানি সংকট বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। গত ১৮ জুন বিডা কার্যালয়ে কর্মশালায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বর্তমানে জ্বালানি সংকটের কারণে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাতারাতি এ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটবে না। সংকট মোকাবিলায় এখনো যদি উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাতে দেড় থেকে দুই বছর সময় লেগে যাবে। বিডা চেয়ারম্যানের এ বক্তব্যে দেশে বিনিয়োগ সংকটের বাস্তবতা উঠে এসেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী আমার দেশকে বলেন, বাংলাদেশের আর্থিক খাত এখন ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি ২০ বছরের আগের অবস্থানে রয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য শক্ত আর্থিক ভিত্তি ও আর্থিক সেক্টরের প্রয়োজন। এজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করতে পারে, স্বাধীনভাবে ঋণ দিতে পারে, সেটা দেখার বিষয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সরকার থাকে সহায়ক ভূমিকায়। কিন্তু বিনিয়োগের জন্য সুদের হার মোটেও কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নেই। মূল্যস্ফীতি যেখানে ৯ শতাংশের বেশি, সেখানে সুদের হার কমিয়ে আনার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং সরকারকে আগে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে হবে। সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়ছে। আর্থিক সক্ষমতার চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে সরকারকে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতিকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করছে। সামষ্টিক চাহিদার চেয়ে যদি উৎপাদন বাড়ানো না যায়, তাহলে মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব নয়।

চলতি বছর সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সরকার আর্থিক খাতকে কতটা শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হবে, তার ওপর নির্ভর করবে আগামী দিনে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলো।

তিনি আরো বলেন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রপ্তানিতে বড় ধরনের গতি প্রয়োজন। বিদেশি বিনিয়োগেও বড় ধরনের গতি প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগ আরো কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

বিনিয়োগে জ্বালানি নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সোলার প্যানেল এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। ফলে জ্বালানি খাতেও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তৌফিক খান আমার দেশকে বলেন, কর্মসংস্থান তৈরিতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হবে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও সেবা খাতে যদি বিনিয়োগ বাড়ে, তাহলে অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও বিনিয়োগ বাড়বে। কিন্তু বিনিয়োগ বাড়াতে হলে চারটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো–জ্বালানি ও অবকাঠামো নিরাপত্তা, উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সামষ্টিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার।

তিনি আরো বলেন, নিয়মিত তথ্যউপাত্তও এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের পর আর শ্রম জরিপ হয়নি। ওই জরিপে দেখা গেছে, আগের তুলনায় ২১ লাখ লোকের চাকরি কমে গেছে। বর্তমানে শ্রমবাজার পরিস্থিতি কেমন, সেটা আমাদের জানতে হবে। আগে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমবাজারের তথ্য প্রকাশ করা হতো। এখন আবার সেটি করা দরকার। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জিডিপির সঙ্গে কর্মসংস্থানের তথ্যও প্রকাশ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

সরকার সঠিকভাবেই কর্মসংস্থানের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির চেয়ে শোভন কর্মসংস্থান তৈরির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন সিপিডির এই গবেষক।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ধীরগতির প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ খরাসহ বিভিন্ন কারণে দেশে কর্মসংস্থান সংকট মহামারি আকার ধারণ করেছে। দেশে কর্মসংস্থান সংকটের পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষার অভাব এখন প্রকট। মানসম্মত শিক্ষার অভাবেও তরুণরা চাকরি পাচ্ছেন না। গত কয়েক দশকে 'চাকরিহীন প্রবৃদ্ধি' তৈরি করেছে। প্রতি দশকেই আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অন্তত ১ শতাংশ হারে বেড়েছে কিন্তু সে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার তাল মেলাতে পারেনি। ফলে কর্মসংস্থান এখন একটি সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বেসরকারি বিনিয়োগ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জিডিপির ২৩-২৪ শতাংশে আটকে আছে আর বৈদেশিক বিনিয়োগ জিডিপির ১ শতাংশেরও কম। এত কম বিনিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আশা করা যায় না। সরকারি খাত সামান্য কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করছে কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অতি নগণ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদক : গতকাল জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ককাস অব আমেরিকা ইন ন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব বাংলাদেশ' ও ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের যৌথ আয়োজনে 'আ ফ্রিডম টু-ফিফটি মিউজিক্যাল পারফরম্যান্স সেলিব্রেটিং দ্য টু-হানড্রেড ফিফটিয়েথ বার্থডে অব দি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, 'বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুত্ব কেবল কূটনীতি, বাণিজ্য বা কৌশলগত সহযোগিতার মাধ্যমে নয়; সংস্কৃতি, অভিন্ন মূল্যবোধ এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেও আরো দৃঢ় হয়। আজকের মতো সাংস্কৃতিক বিনিময় পারস্পরিক বোঝাপড়া গভীর করে এবং জনগণের সঙ্গে জনগণের যে সম্পর্ক, সেটিকে আরো শক্তিশালী করে, যা যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারত্বের প্রকৃত ভিত্তি।'

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততার আগ্রহ প্রকাশ করে ডেপুটি স্পিকার বলেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, মার্কিন কংগ্রেসে বাংলাদেশ ককাসসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সংসদীয় বিনিময় বাড়লে তা পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি, আইন প্রণয়নসংক্রান্ত সহযোগিতা গভীর এবং উভয় দেশের গণতান্ত্রিক চর্চাকে আরো শক্তিশালী করবে। আমি গভীরভাবে আশাবাদী যে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের অংশীদারত্ব আরো বিস্তৃত ও গভীর করবে। শান্তি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, টেকসই উন্নয়ন এবং অভিন্ন সমৃদ্ধি এগিয়ে নিতে একসঙ্গে কাজ করবে। আরো গভীর অর্থনৈতিক সংযোগ এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে শক্তিশালী অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে দুই দেশ ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে 'ককাস অব আমেরিকা ইন ন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব বাংলাদেশ' ও ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা । ছবি: জাতীয় সংসদ

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

গণহত্যা চালিয়েও নেই অনুশোচনা

প্রসঙ্গ : আওয়ামী লীগের বিচার

চব্বিশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা সময়োপযোগী এবং কোটি জনতার প্রাণের দাবিরই এক বলিষ্ঠ প্রতিফলন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগকে দেশের রাজনীতিতে আর কখনো ফিরতে দেওয়া হবে না। রাজনৈতিক দল হিসাবে শিগ্গিরই তাদের বিচারের মুখোমুখিও করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দলটি ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য শুধু ১ হাজার ৪০০-এর বেশি মানুষের প্রাণহানিই ঘটায়নি, বরং বহু শহীদের হাসপাতালের নথিপত্র গায়েব করে তাদের বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে দাফন করেছে, যা মানবতাবিরোধী অপরাধের শামিল। বলা বাহুল্য, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার নজিরবিহীন রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মুখে পতন হওয়া এই দলটির বিচার কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং ফ্যাসিবাদের নির্মম বুলেটে শহীদ হওয়া দেড় সহস্রাধিক মানুষের রক্তের ঋণ শোধ করার একমাত্র উপায়। দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি সময় রাষ্ট্রযন্ত্রকে কবজা করে বিচারহীনতা, গুম, খুন, এবং নজিরবিহীন লুণ্ঠনের যে রাজত্ব তারা কায়েম করেছিল, জুলাইয়ের গণহত্যা ছিল তারই এক চূড়ান্ত ও নৃশংসতম বহিঃপ্রকাশ।

ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা হলো, ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী দলগুলোর পতন সব সময়ই অত্যন্ত কলঙ্কজনক হয়। আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশেষ করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য এত বড় গণহত্যা চালিয়েও যে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে ন্যূনতম কোনো অনুশোচনা বা দুঃখপ্রকাশ নেই, তাদের এ দেশের মাটিতে আর কখনো রাজনীতি করার কোনো নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না বলে জুলাই যোদ্ধাদের অভিমত। ব্যাংক খাত লুটপাট, ৩০ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার এবং দেশের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ফোকলা করে দিয়ে তারা যে দেউলিয়া রাজনীতির পরিচয় দিয়েছে, তাতেই দেশের মানুষের মন থেকে দলটি চিরতরে মুছে গেছে।

সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) কাঠামো সংশোধন করে দল হিসেবে তাদের বিচারের যে আইনি ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, তা দ্রুত কার্যকর করা এখন সময়ের দাবি। আমরা মনে করি, অনাগত ভবিষ্যতের জন্য একটি ফ্যাসিবাদমুক্ত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে আওয়ামী লীগকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। যেন ভবিষ্যতে আর কোনো শাসক বা দল জনগণের ওপর এমন স্বৈরাচারী আচরণ করার দুঃসাহস না দেখায়, তা নিশ্চিত করা দরকার।

সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে কি রেয়াত মেলে

আজাদুর রহমান চন্দন



নিউইয়র্ক সিটিতে তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে ম্যানহাটানের রাস্তায় চলাচলের সময় অনেকের জুতার তলা সড়কে আটকে যাচ্ছিল। ছবি: সংগৃহীত

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গ্রেট ব্রিটেনে বাষ্পীয় ইঞ্জিন উদ্ভাবন আর বস্ত্রশিল্পে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যে শিল্পবিপ্লবের সূচনা, সেটি মানুষের হস্তচালিত উৎপাদনব্যবস্থাকে যন্ত্রভিত্তিক ও বৃহদায়তন কারখানায় রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে বিশ্ব অর্থনীতি, সমাজ ও প্রযুক্তিতে। সেই সঙ্গে পরিবর্তনের সূচনা হয় প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ুতেও। তবে অর্থনীতি, সমাজ ও প্রযুক্তিতে পরিবর্তনটা যত দ্রুত হয়, সেই তুলনায় প্রকৃতি-পরিবেশের পরিবর্তন হয় অনেক ধীরগতিতে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের পর আসে জ্বালানি তেলচালিত ইঞ্জিন আর জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল ও গ্যাস) পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পালা। এরপর ধাপে ধাপে গোড়াপত্তন হয় এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, অ্যারোসল ও ফোমশিল্পের। বিদ্যুৎ উৎপাদন, কারখানা ও যানবাহনে কয়লা, পেট্রল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোর ফলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় বায়ুমণ্ডলে। কলকারখানা, আবাসন ও কৃষি উৎপাদনের প্রসারের জন্য বন নিধন শুরু করায়ও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। ধানখেত ও গবাদিপশুর পরিপাকতন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস। এ ছাড়া জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে তৈরি হয় নাইট্রাস অক্সাইড। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের মতো 'গ্রিনহাউস গ্যাস'-এর মাত্রা বৃদ্ধিই গ্লোবাল ওয়ার্মিং তথা বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রধান কারণ।

জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, বন উজাড়, শিল্পায়ন ও আধুনিক কৃষিকাজ গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর নিঃসরণ বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, অ্যারোসল ও ফোমশিল্প থেকে নির্গত ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি) গ্যাস ওজোন স্তর ধ্বংস করে এবং বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। আধুনিক শিল্পকারখানা ও ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে ঘনত্ব বাড়ছে ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাসের। এই গ্যাসগুলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে একটি আস্তরণ তৈরি করে, যা সূর্য থেকে আসা তাপ পৃথিবীতে আটকে রাখে এবং মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দেয়। ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নই ডেকে এনেছে জলবায়ু বিপর্যয়। ফলে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়া যেমন–ভয়াবহ বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড় বাড়ছে। যখন বৃষ্টির দরকার তখন দেখা দিচ্ছে খরা, যখন খরা প্রয়োজন তখন হচ্ছে অতিবৃষ্টি। ফলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা।

এবার হাওরাঞ্চলে বোরো ফসলের যে বিপর্যয় ঘটেছে, সেটাও কি প্রকৃতির প্রতিশোধ নয়! হাওরাঞ্চল তো বটেই, সারা দেশেরই নদ-নদী, খাল-বিল ভরাট হয়ে গেছে অনেক আগেই। আত্মবিনাশী উন্নয়নের নামে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) প্রতিটি হাওরকে পুকুর বানিয়ে পানি নিষ্কাশনের পকেট বন্ধ করে দিয়েছে। অতিবৃষ্টির কারণে হাওরে জমা পানি নিষ্কাশিত হওয়ার পথ পায়নি। 'ভাগালু' (ভাগে ধান কাটার শ্রমিক) দিয়ে ধান কাটা আর গরু দিয়ে মাড়াইয়ের প্রক্রিয়া থেকে কৃষকেরা বেরিয়ে এসেছেন বেশ আগেই। কিন্তু হাওরের নরম মাটিতে বৃষ্টির মধ্যে তো আর ভারী যন্ত্র দিয়ে ধান কাটার সুযোগ থাকে না। কৃষিকাজে বাস্তবতাবিবর্জিত যান্ত্রিকীকরণের খেসারত আগেও কমবেশি দিতে হয়েছে হাওরের কৃষককে। ধান কাটার মৌসুমে হঠাৎ পাহাড়ি ঢল থেকে পানি নেমে এলে কিংবা লাগাতার বৃষ্টি হলে শ্রমিকের অভাবে ফসল ঘরে তুলতে না পারার ঘটনা নতুন নয়। হাওরে ধান কাটা থেকে শুরু করে শুকিয়ে গোলায় তোলা এবং খড়ের গাদা তৈরির জন্য সময় পাওয়া যায় খুবই কম। তাই বাস্তবতার তাগিদেই কৃষকদের কিছু ক্ষেত্রে সমবায়ী কার্যক্রম চালাতে হতো। অপরিকল্পিত যান্ত্রিকীকরণের ফলে সেই সমবায়ী উদ্যোগ হারিয়ে গেছে তিন-চার দশক আগে। কিন্তু প্রকৃতি তো কারও মর্জি বুঝে চলে না!

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। অথচ বছরের পর বছর এর খেসারত দিতে হচ্ছে কম কার্বন নিঃসরণ করা দেশের মানুষজনকে। উষ্ণায়ন ও জলবায়ু বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেশি মাশুল গুনছে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষ করে সুন্দরবনের পাশের জনগোষ্ঠী, ভারতের নয়াদিল্লি ও কলকাতার তপ্ত রাস্তার পথচারী, পাকিস্তানের বন্যাকবলিত কিংবা আফ্রিকার খরাপীড়িত গ্রামাঞ্চলের লোকজন। পৃথিবীর মোট কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের অবদান নগণ্য। অথচ ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙন, লবণাক্ততা আর জলবায়ু উদ্বাস্তু–সবকিছুর সবচেয়ে নির্মম অভিঘাত এখানেই সবচেয়ে পড়ে। উপকূলের মানুষ শহরে আসছে। শহর তাদের জায়গা দিতে পারছে না। ফলে পরিবেশসংকট রূপ নিচ্ছে সামাজিক সংকটেও। ঢাকার অভিজাত এলাকার বিত্তবান মানুষেরা তাপপ্রবাহের মধ্যে এসিতে প্রশান্তি পেতে পারে, বাইরের দূষিত বাতাসের প্রভাব এড়াতে বাড়িতে-গাড়িতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু বস্তির মানুষ তো বটেই, ছোট দালানের ১০ ফুট বাই ১২ ফুট রুমের বাসিন্দাদেরও ঘেমে-নেয়েই ঘুমাতে হয়, শ্বাস নিতে হয় দূষিত বাতাসেই।

তাই বলে প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে পুরোপুরি রেহাই পাচ্ছে না ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পোন্নত দেশগুলোও। ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়ামসহ ইউরোপের দেশে দেশে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। গত ২৪ জুন ফ্রান্সজুড়ে গড় হিসাবে ইতিহাসের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। ওই দিন রাজধানী প্যারিসে তাপমাত্রা প্রায় ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছায় এবং দেশের অর্ধেক এলাকায় তাপপ্রবাহের সর্বোচ্চ পর্যায়ের 'লাল সতর্কতা' জারি করা হয়। রেকর্ড ভাঙা তাপপ্রবাহে জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্রান্সে অতিরিক্ত ২ হাজার ২৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ফ্রান্সের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে মৃত্যুহার এর আগের সপ্তাহের তুলনায় ২৯ শতাংশ বেড়েছে। বেলজিয়ামের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ১৮ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত ১১ দিনে দেশটিতে ১ হাজার ২২২টি অতিরিক্ত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে একে 'অভূতপূর্ব' আখ্যা দিয়ে বলে, এর আগে দেশের ইতিহাসে কোনো গ্রীষ্মকালে এই মাত্রায় অতিরিক্ত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। ডাচ কর্তৃপক্ষের তথ্যানুযায়ী, নেদারল্যান্ডসে জুনের শেষ সপ্তাহে প্রচণ্ড গরমের কারণে প্রায় ৪৮০ জন অতিরিক্ত মানুষ মারা গেছে। আবহাওয়াবিদেরা সতর্ক করে বলেছেন, সামনের দিনগুলোতে ইউরোপে আরও চরম তাপমাত্রা দেখা দিতে পারে।

বিবিসির আবহাওয়ার তথ্য অনুযায়ী, আজোরেস অঞ্চল থেকে পর্তুগাল ও স্পেন অভিমুখে একটি শক্তিশালী উচ্চচাপ বলয় তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাবে সামনের কয়েক দিনে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা আরও বাড়ার পূর্বাভাস আছে। আগেই বলেছি, বিশ্বজুড়েই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বাড়ছে। তবে ইউরোপে এর প্রভাব বেশি স্পষ্ট। কোপার্নিকাস জলবায়ু সেবার তথ্যানুযায়ী, ইউরোপই বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত উষ্ণ হয়ে ওঠা মহাদেশ। এখানে বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় দ্বিগুণ গতিতে বাড়ছে তাপমাত্রা। যদিও গরমের আঁচ টের পাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দারাও। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিপজ্জনক মাত্রায় তাপপ্রবাহ চলছে। এতে দেশটির স্বাধীনতা দিবস (৪ জুলাই) উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ব্যাঘাত তৈরি হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, প্রচণ্ড গরমের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিসহ বিভিন্ন স্থানের কর্মকর্তারা ডজনখানেক শোভাযাত্রা, কনসার্ট ও আতশবাজির প্রদর্শনী বাতিল কিংবা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যাহত হওয়া অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে আছে ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে আয়োজিত 'গ্রেট আমেরিকান স্টেট ফেয়ার'। এ মেলা ৩ জুলাই বিকেলে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন তাপমাত্রা পৌঁছেছিল প্রায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। নিউইয়র্ক সিটিতে তাপমাত্রা এতটাই বেড়ে যায় যে ম্যানহাটানের রাস্তায় চলাচলের সময় অনেকের জুতার তলা সড়কে আটকে যাচ্ছিল। তীব্র তাপপ্রবাহের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহব্যবস্থার ওপরও ভীষণ চাপ তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ গ্রিড অপারেটর পিজেএম জরুরি বিদ্যুৎ সাশ্রয় কর্মসূচিতে নিবন্ধিত গ্রাহকদের বিদ্যুতের ব্যবহার কমানোর নির্দেশ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ জানায়, ৩ জুলাই দেশটির মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ছিল তাপপ্রবাহ-সংক্রান্ত সতর্কতার আওতায়। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে তাপমাত্রা-আর্দ্রতা মিলিয়ে শরীরে অনুভূত তাপমাত্রা প্রায় ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবী নামের এই গ্রহটিকে বসবাসের অযোগ্য বানিয়ে অতি ধনাঢ্য কিছু লোক হয়তো একদিন পাড়ি জমাবে অন্য কোনো গ্রহে। কিন্তু সেখানেও তো মানুষকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনেই চলতে হবে। অন্যথায় প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না।

লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক

এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যত বাধা



কাওসার আলম : দেশে কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট রয়েছে। প্রতি বছরই ২০-২২ লাখ তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করেন। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না থাকায় এর বড় একটি অংশ বেকার অথবা প্রচ্ছন্ন বেকার হিসেবে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে নতুন এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে বলে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। কিন্তু বিরাজমান ভঙ্গুর অর্থনীতি ও আর্থিক খাত, উচ্চ সুদহার, জ্বালানি ও বিদ্যুতের তীব্র সংকটের কারণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি নিয়ে বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়ন নিয়ে বড় ধরনের শঙ্কা রয়েছে।

পরিকল্পনা কমিশনের আওতাধীন সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) সূত্রে জানা গেছে, আগামী পাঁচ বছরে দেশে ৮০ লাখের মতো নতুন কর্মসংস্থান তৈরির একটি রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। রূপরেখা অনুযায়ী কর্মসংস্থান তৈরি হবে বেসরকারি খাতের হাত ধরেই। এর মধ্যে সেবা, শিল্প ও কৃষিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। অপরদিকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরে প্রায় পাঁচ লাখ পদ খালি রয়েছে। সেসব পদে জনবল নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন আরো ১৫ লাখ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টিও রয়েছে তালিকায়। সব মিলিয়ে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বর্তমানে প্রায় সাত কোটি লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে। আগামী পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০৩১ সালের মধ্যে নতুন ৮০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষিতে তিন কোটি ৫০ লাখ মানুষ নিয়োজিত। আগামী পাঁচ বছরে এ খাতে আরো ১০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। শিল্প খাতে এক কোটি ২০ লাখ লোক নিয়োজিত রয়েছেন। এ খাতে ২৫ লাখ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ সংখ্যা এক কোটি ৪৫ লাখে উন্নীত করতে চায় সরকার। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সেবা খাতকে বিবেচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে এ খাতে দুই কোটি ৬০ লাখ কর্মসংস্থান রয়েছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বিএনপি সরকারের লক্ষ্য এ খাতে আরো ৪০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করা। সেবা খাতের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাংক ও পরিবহন খাতকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়েছে।

নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর সংবাদদাতাকে বলেন, কর্মসংস্থান তৈরিতে বিনিয়োগকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে যে ধরনের নীতি ও সুবিধা প্রয়োজন, সেগুলোর বিষয়ে সরকার ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে। নীতির ধারাবাহিকতার জন্য বাজেটে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কর কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য ফসিল ফুয়েলের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা, কৌশলগত মজুত বৃদ্ধি এবং সহনশীল দর রাখা হয়েছে। অর্থায়নের জন্য ৬০ হাজার কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ ধরনের তহবিল এর আগে কখনো গঠিত হয়নি। যোগাযোগব্যবস্থার জন্য রেলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। লক্ষ্যার্জনে আমাদের মডেল ও কৌশল রয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে।

তিনি আরো বলেন, ক্ষুদ্র শিল্প থেকে শুরু করে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প–সব খাতের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে আমাদের করণীয় বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।



শিল্প ও সেবা খাতে আমরা কী করতে চাই, সেগুলোর পথনকশা সুনির্দিষ্টভাবে বলা আছে।

বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতিসহ আর্থিক খাতের ভঙ্গুরতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, সংকটকালে দেশের অর্থনীতিকে সঠিক পথে আনার বিষয়ে অতীতে বিএনপি সফলতা দেখিয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মরহুমা খালেদা জিয়া–দুজনই সংকট মোকাবিলা করে অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের সে আস্থা বিএনপি সরকারের প্রতি রয়েছে। এ কারণে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়েছে বিএনপি। সুতরাং অতীতের রেকর্ড বিবেচনায় নিয়ে আমরা বলতে চাই, আমাদের যে লক্ষ্য, সেটা অর্জন করতে সক্ষম হব।

জিইডি সদস্য ড. মনজুর হোসেন সংবাদদাতাকে বলেন, সরকার আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রায় এক কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এটি অর্জনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতি বছর শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। বিনিয়োগের পরিমাণ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের একটি বড় লক্ষ্যই হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

নতুন কর্মসংস্থানের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে, এটিই চূড়ান্ত, বিষয়টি এমন নয় উল্লেখ করে জিইডির এই সদস্য বলেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এটা রিভিউ করা হবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে এর সংখ্যা বাড়তে পারে কিংবা কমতেও পারে। তবে এখন নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করছে। এজন্য কর্মসংস্থানসম্পর্কিত বেশকিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার রুগ্ন শিল্পের জন্য বড় অঙ্কের বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরিতে এটিও সরকারের উদ্যোগের একটি অংশ।

তিনি আরো বলেন, সরকার বাজেটে ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য বড় ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও করছাড় দিয়েছে। নতুন খাত হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সরকার যেসব প্রকল্প নিয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমেও কর্মসংস্থান তৈরি হবে। আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরিও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

তবে বর্তমানে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জ্বালানি সংকট বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। গত ১৮ জুন বিডা কার্যালয়ে কর্মশালায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বর্তমানে জ্বালানি সংকটের কারণে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। রাতারাতি এ সংকট থেকে উত্তরণ ঘটবে না। সংকট মোকাবিলায় এখনো যদি উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাতে দেড় থেকে দুই বছর সময় লেগে যাবে। বিডা চেয়ারম্যানের এ বক্তব্যে দেশে বিনিয়োগ সংকটের বাস্তবতা উঠে এসেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী সংবাদদাতাকে বলেন, বাংলাদেশের আর্থিক খাত এখন ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতি ২০ বছরের আগের অবস্থানে রয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বিনিয়োগের জন্য শক্ত আর্থিক ভিত্তি ও আর্থিক সেক্টরের প্রয়োজন। এজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কতটা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে কাজ করতে পারে, স্বাধীনভাবে ঋণ দিতে পারে, সেটা দেখার বিষয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সরকার থাকে সহায়ক ভূমিকায়। কিন্তু বিনিয়োগের জন্য সুদের হার মোটেও কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নেই। মূল্যস্ফীতি যেখানে ৯ শতাংশের বেশি, সেখানে সুদের হার কমিয়ে আনার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং সরকারকে আগে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে হবে। সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় বাড়ছে। আর্থিক সক্ষমতার চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে সরকারকে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতিকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করছে। সামষ্টিক চাহিদার চেয়ে যদি উৎপাদন বাড়ানো না যায়, তাহলে মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব নয়।

চলতি বছর সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, সরকার আর্থিক খাতকে কতটা শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হবে, তার ওপর নির্ভর করবে আগামী দিনে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলো।

তিনি আরো বলেন, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রপ্তানিতে বড় ধরনের গতি প্রয়োজন। বিদেশি বিনিয়োগেও বড় ধরনের গতি প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তেমন কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগ আরো কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

বিনিয়োগে জ্বালানি নিরাপত্তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি হিসেবে সোলার প্যানেল এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির ওপর নির্ভরতা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পনা করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা অর্জন করা সম্ভব হবে না। ফলে জ্বালানি খাতেও বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তৌফিক খান সংবাদদাতাকে বলেন, কর্মসংস্থান তৈরিতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হবে গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প ও সেবা খাতে যদি বিনিয়োগ বাড়ে, তাহলে অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও বিনিয়োগ বাড়বে। কিন্তু বিনিয়োগ বাড়াতে হলে চারটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো–জ্বালানি ও অবকাঠামো নিরাপত্তা, উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সামষ্টিক অর্থনীতি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার।

তিনি আরো বলেন, নিয়মিত তথ্যউপাত্তও এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের পর আর শ্রম জরিপ হয়নি। ওই জরিপে দেখা গেছে, আগের তুলনায় ২১ লাখ লোকের চাকরি কমে গেছে। বর্তমানে শ্রমবাজার পরিস্থিতি কেমন, সেটা আমাদের জানতে হবে। আগে নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমবাজারের তথ্য প্রকাশ করা হতো। এখন আবার সেটি করা দরকার। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে জিডিপির সঙ্গে কর্মসংস্থানের তথ্যও প্রকাশ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

সরকার সঠিকভাবেই কর্মসংস্থানের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির চেয়ে শোভন কর্মসংস্থান তৈরির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন সিপিডির এই গবেষক।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ধীরগতির প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ খরাসহ বিভিন্ন কারণে দেশে কর্মসংস্থান সংকট মহামারি আকার ধারণ করেছে। দেশে কর্মসংস্থান সংকটের পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষার অভাব এখন প্রকট। মানসম্মত শিক্ষার অভাবেও তরুণরা চাকরি পাচ্ছেন না। গত কয়েক দশকে 'চাকরিহীন প্রবৃদ্ধি' তৈরি করেছে। প্রতি দশকেই আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অন্তত ১ শতাংশ হারে বেড়েছে কিন্তু সে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার তাল মেলাতে পারেনি। ফলে কর্মসংস্থান এখন একটি সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছেছে। কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বেসরকারি বিনিয়োগ গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে জিডিপির ২৩-২৪ শতাংশে আটকে আছে আর বৈদেশিক বিনিয়োগ জিডিপির ১ শতাংশেরও কম। এত কম বিনিয়োগ দিয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আশা করা যায় না। সরকারি খাত সামান্য কিছু কর্মসংস্থান তৈরি করছে কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অতি নগণ্য।

ট্রাম্প চাইলেই কি কংগ্রেসকে দিয়ে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের আইন পাল্টে দিতে পারবেন

২-এর পৃষ্ঠার পর

নেওয়া সব শিশুকে নাগরিকত্ব দেওয়ার নীতির ফলে তথাকথিত 'বার্থ ট্যুরিজম' বেড়েছে। তাঁর ভাষায়, সম্ভাব্য বৈরী দেশ থেকে 'হিসাবের বাইরে থাকা হাজার হাজার বিদেশি' যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন, যাতে তাঁদের সন্তানেরা মার্কিন নাগরিকত্ব পায়।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় কী বললেন ট্রাম্প

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'দেশের জন্য খুবই খারাপ' বলে মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে তিনি ইঙ্গিত দেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার লক্ষ্য অর্জনে অন্য পথও খোলা রয়েছে। তাঁর মতে, কংগ্রেসে রিপাবলিকানরা এ বিষয়ে নতুন আইন পাস করতে পারেন।

নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমাদের দেশের জন্য ব্যয়বহুল ও অন্যায্য জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অবসান ঘটাতে কংগ্রেসের আজ থেকেই কাজ শুরু করা উচিত। এ ক্ষেত্রে তারা আমার পূর্ণ ও নিঃশর্ত সমর্থন পাবে।'

আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের বিষয়টি ট্রাম্প প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার ছিল। এ বছরের এপ্রিলের শুরুতে সুপ্রিম কোর্টে এ মামলার মৌখিক শুনানিতেও উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্প। বিচারাধীন কোনো মামলার শুনানিতে উপস্থিত হওয়া তিনিই প্রথম ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

শুনানি শেষ হওয়ার আগে আদালত থেকে বের হয়ে ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছিলেন, 'জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের অনুমতি দেওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ নীতি পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই।'

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'ধ্বংসাত্মক ও ন্যক্কারজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লেখেন, 'মার্কিন নাগরিকত্ব বিশ্বের সবার জন্মগত অধিকার নয়। এটি শুধু মার্কিনদের জন্য। সংবিধানের কোনো ধারা আমাদের জাতীয় পরিচয় বিলীন করার কথা বলে না।'

আল-জাজিরাকে মিলার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের লড়াই চালিয়ে যাবে ট্রাম্প প্রশাসন।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের আর কোনো পথ আছে

ইতালির ফ্লোরেন্সে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের রবার্ট শুমান সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের শিক্ষক রাইনার বাউবক বলেন, রায়টি অপ্রত্যাশিত নয়। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর মাধ্যমে এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মার্কিন রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা বহাল থাকল, যেখানে অনথিভুক্ত অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া সন্তানেরাও অন্তর্ভুক্ত।

বাউবকের মতে, ভবিষ্যতে নতুন আইন করেও এ অবস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব কম। তিনি আল-জাজিরাকে বলেন, সংবিধানের স্পষ্ট ও আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে সুপ্রিম কোর্ট যেভাবে পুনর্ব্যক্ত করেছে, তাতে কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের সাধারণ আইন পাস করে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এটি পরিবর্তন করতে হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আর সেটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিবাসনবিষয়ক শিক্ষক নান্দো সিগোনা প্রায় একই ধরনের মত দিয়েছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি সংবিধান সংশোধনের অত্যন্ত কঠিন পথে না হাঁটে, তাহলে শুধু নতুন আইন করে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব সীমিত করার যেকোনো উদ্যোগই প্রায় নিশ্চিতভাবে তাৎক্ষণিক সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।

কারা লাভবান হলেন

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউট (এমপিআই) ও পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি ২০২৫ সালের মে মাসে প্রকাশিত এক যৌথ গবেষণায় বলেছে, ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ কার্যকর হলে প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া প্রায় ২ লাখ ৫৫ হাজার শিশু নাগরিকত্বহীন থেকে যেত। এর ফলে ২০৪৫ সালের মধ্যে দেশটিতে অনথিভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যেত আরও প্রায় ২৭ লাখ।

পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষণায় বলা হয়েছে, এ নীতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ত লাতিনো অভিবাসীদের ওপর। ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া কিন্তু বৈধ কাগজপত্রবিহীন মানুষের ৯০ শতাংশের বেশি হতেন লাতিনো বংশোদ্ভূত।

তবে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি মানুষের বৃদ্ধি ঘটত এশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে। গবেষণাটি বলছে, বৈধ কাগজপত্রবিহীন প্রতি এক হাজার এশীয়ের মধ্যে ৪১টি এবং প্রতি এক হাজার লাতিনোর মধ্যে ১৭টি শিশুর জন্ম হতো, যারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকত।

শুধু অভিবাসী পরিবারই নয়, এ রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিও উপকৃত হবে বলে মনে করছেন গবেষকেরা। সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৭৫ থেকে ২০৭৪ সালের মধ্যে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিরা তাঁদের আয়ের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রায় ৭ লাখ ৭০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার অবদান রাখবেন।

রায়টি কেন গুরুত্বপূর্ণ

যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহামের অভিবাসনবিষয়ক গবেষক নান্দো সিগোনা বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে আবারও স্পষ্ট হয়েছে, প্রেসিডেন্টের নির্বাহী ক্ষমতা নয়, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের সীমা নির্ধারণ করে সংবিধান।

সিগোনা আল-জাজিরাকে বলেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্ট এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে প্রচলিত সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ব্যাখ্যাকে পুনর্ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সাংবিধানিক অধিকার পুনর্নির্ধারণের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সিগোনার মতে, রাজনৈতিক বিভাজন যতই তীব্র হোক না কেন, অভিবাসন ইস্যুতেও প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সাংবিধানিক সীমা রয়েছে—এ রায় সেই বার্তাও দিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের এডিনবরা ল স্কুলের প্রধান জো শ বলেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক বুঝতে হলে প্রতিটি দেশের ইতিহাস বিবেচনায় নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ১৮৬৮ সালের চতুর্দশ সংশোধনীকে গৃহযুদ্ধ ও দাসপ্রথা বিলুপ্তির ইতিহাসের আলোকে দেখতে হবে।

১৮৬৮ সালে অনুমোদিত এ সংশোধনীর মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের নাগরিক অধিকার সংবিধানে যুক্ত করা হয়। এর আগে দাসপ্রথার শিকার মানুষের বংশধরদের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো না। চতুর্দশ সংশোধনী সেই অবস্থার পরিবর্তন এনে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া বা নাগরিকত্ব পাওয়া সব মানুষকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

এ কারণে অনেকের কাছে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পরিচয় ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৫৬ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের বিরোধিতা করেছেন। সমর্থন করেছেন ৪৩ শতাংশ।

অন্য দেশেও কি জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব আছে

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্তত ৩০টি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের বিধান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কানাডা, মেক্সিকো, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এডিনবরা ল স্কুলের প্রধান জো শ বলেন, লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে জো শ উল্লেখ করেন, প্রতিটি দেশের সংবিধান, আইন ও নির্বাহী ক্ষমতার কাঠামো ভিন্ন। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, চিলি ও কলম্বিয়ায় অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী বিদেশিদের সন্তানদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মতো জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব প্রযোজ্য নয়।

জো-এর মতে, 'অস্থায়ী বিদেশি' বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে এবং জাতীয় আইনসভা ও সরকার এ শব্দগুচ্ছের কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তার ওপর এসব বিধান একবিংশ শতাব্দীর অভিবাসন বাস্তবতায় কতটা গুরুতর বৈষম্যমূলক প্রভাব ফেলতে পারে—তা নির্ভর করছে।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

আত্মগোপনে থাকা শামীম ওসমান নিউইয়র্কের ক্রুজশীপ ভ্রমণে!





প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক্টিভিস্ট মইনুজ্জামান চৌধুরী সহ স্থানীয় একাধিক নেতাকর্মীদের সাথেও ছবি তুলেছেন। এসময় তিনি একটি ক্রুজশীপ ভ্রমণে যোগ দিতে দেখা যায়। রবিবার স্থানীয় ফটোসাংবাদিক নেহার সিদ্দিকী তার ফেসবুকে শামীম ওসামানের ছবি ভিডিও পোস্ট করেন। যা নিয়ে রীতিমতো বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়। পলাতক অবস্থায় দুই বছর আত্মগোপনে থাকা আলোচিত নারায়ণগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে প্রকাশ্যে দেখা গেলো নিউইর্য়কে। এদিকে এ ক্রুজশীপের ভ্রমণের আয়োজক জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্ট ও অল কাউন্টি হোমকেয়ার কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, রবিবার এ ভ্রমণে শামীম ওসমানকে নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জয় বাংলা শ্লোগান দিলে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিরা প্রতিবাদ জানান। এ সময় সেখানে হট্টগোল শুরু হলে আয়োজক কমিটির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ বিষয়ে কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মইনুজ্জামান চৌধুরী শামীম ওসমানের নিউইয়র্কে অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, উনাকে নিয়ে আমরা হাডসন নদীর তীরে ক্রুজশীপে করে ভ্রমণে ঘুরতে গিয়েছিলাম।

তাপদাহে নিউ জার্সিতে মৃতের সংখ্যা ২২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যেখানে কোনো এয়ার কন্ডিশনার (এসি) ছিল না।

নিউ জার্সি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে প্রথমে ১৯ জনের সন্দেহজনক তাপজনিত মৃত্যুর তথ্য প্রকাশ করেন। তবে রাতের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২-এ। স্বাস্থ্য বিভাগের যোগাযোগ পরিচালক ডায়লা এরাইস জানান, এখন পর্যন্ত ১০টি কাউন্টিতে ২২টি সন্দেহভাজন তাপজনিত মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। নিহতদের বয়স মূলত ৩০-এর মাঝামাঝি থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। তিনি বলেন, "এই প্রতিটি মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক, এবং একটি মৃত্যুও অনেক বেশি।"

রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. রেনার্ড ই. ওয়াশিংটন বলেন, চলমান তাপপ্রবাহকে সাধারণ গ্রীষ্মের গরম মনে করার কোনো সুযোগ নেই। এটি মানুষের পাশাপাশি সব বয়সী প্রাণীর জন্যও জীবনহানিকর হতে পারে।

তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার থেকেই তাপজনিত মৃত্যুর ঘটনা দেখা দিতে শুরু করে। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মধ্য ও উত্তর নিউ জার্সিতে। অনেক ভুক্তভোগীকে নিজ বাড়িতেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে, যেখানে কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সবাইকে পর্যাপ্ত পানি পান, প্রয়োজনে ঠান্ডা স্থানে বিশ্রাম নেওয়া এবং দীর্ঘ সময় রোদে অবস্থান না করার পরামর্শ দিয়েছেন। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতায় ভোগা ব্যক্তিদের প্রতি অতিরিক্ত সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ২২টি মৃত্যু এখনো প্রাথমিকভাবে তাপজনিত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। প্রতিটি মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ নিউ জার্সির চিফ স্টেট মেডিক্যাল এক্সামিনারের কার্যালয় তদন্ত শেষে নিশ্চিত করবে।

নিউইয়র্কের মেডিকেইড ফ্রড কন্ট্রোল ইউনিটের ফেডারেল তহবিল স্থগিত!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বছর ফৌজদারি অভিযোগ বা ইনডাইটমেন্ট ১০টিরও নিচে ছিল।

ফেডারেল পর্যবেক্ষকদের মতে, ইউনিটটির অনেক মামলা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। প্রায় ৩৪ শতাংশ মামলা তিন বছরের বেশি সময় ধরে খোলা অবস্থায় রয়েছে এবং প্রায় ৬৯ শতাংশ রেফারেল দুই বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্পত্তি হয়নি।

এই অবস্থার কারণে ইউনিটটির প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। এই স্থগিতাদেশ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই সময়ের মধ্যে নিউইয়র্ককে মামলার জট কমানো, ফৌজদারি জালিয়াতি মামলা বাড়ানো এবং ফেডারেল সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় উন্নত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রিপাবলিকানরা অভিযোগ করছে, এই দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণে নিউইয়র্কে করদাতাদের অর্থের অপচয় এবং মেডিকেইড ব্যবস্থায় জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবি, এটি লেটিশিয়া জেমসের নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রমাণ।

অন্যদিকে লেটিশিয়া জেমস এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছেন। তার দপ্তর জানিয়েছে, তারা মেডিকেইড জালিয়াতি প্রতিরোধে ইতিমধ্যে শত শত মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করেছে এবং একাধিক বড় মামলা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘাটতি পূরণ না হলে ২০২৭ সালে এই ইউনিটের সম্পূর্ণ ফেডারেল অনুদান বাতিল হতে পারে।

নিউইয়র্কে নারীসহ দুই বাংলাদেশি দোষী সাব্যস্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘুরিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন চালানো হয়।

আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণ অনুযায়ী, অপহরণের পর ভিকটিমকে মারধর করা হয়, মাদকজাতীয় পদার্থ খাওয়ানো হয় এবং অপমানজনক অবস্থায় নগ্ন করে রাস্তায় দাঁড় করানো হয়। এই পুরো সময়ের ঘটনা মোবাইল ফোনে ভিডিও করা হয় এবং পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা মামলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে আদালতে উপস্থাপিত হয়।

প্রসিকিউটরদের দাবি, এই ঘটনার পেছনে একটি সংগঠিত প্রতিশোধমূলক পরিকল্পনা কাজ করছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন একটি সুপারমার্কেটের মালিক আবু চৌধুরী। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি এবং তার সহযোগীরা ভিকটিমকে টার্গেট করে অপহরণ ও নির্যাতনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। মামলাটি আদালতে "প্রতিশোধমূলক সহিংসতা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

সুলতানা রাজিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি সরাসরি অপহরণে অংশ না নিলেও ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সক্রিয়ভাবে সহিংস কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, তিনি ভিকটিমকে আঘাত করেন এবং একটি ঝাড়ু ব্যবহার করে মারধর করেন বলে সাক্ষ্য-প্রমাণে উঠে আসে। আরও বলা হয়, ঘটনার পর তিনি ভিকটিমকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রচারে যুক্ত ছিলেন।

প্রসিকিউটররা আদালতে যুক্তি দেন যে, রাজিয়া এবং অন্যান্য আসামিরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলা বিরোধকে বাস্তব জীবনে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাদের দাবি অনুযায়ী, ঘটনার পর একটি ফোন কলে রাজিয়া ঘটনাটিকে "প্রতিশোধ" হিসেবে উল্লেখ করেন, যা মামলার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা দাবি করেন, ভিকটিম দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে তাদের বিরুদ্ধে হুমকি, অপমান ও ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়ে আসছিলেন। তাদের মতে, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত অপহরণ নয়, বরং দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত বিরোধের প্রতিক্রিয়া। তারা আরও বলেন, আসামিরা ঘটনাটিকে অপহরণ হিসেবে না দেখে একটি সংঘর্ষ বা মারধরের ঘটনা হিসেবে দেখেছিলেন।

তবে প্রসিকিউশন এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে জানায়, ঘটনাস্থলে ভিকটিমকে ঘিরে রাখা, তাকে গাড়িতে তুলে নেওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক রাখা এবং মারধরে সক্রিয় অংশগ্রহণ—সবকিছুই অপহরণ ও সহিংস অপরাধে জড়িত থাকার স্পষ্ট প্রমাণ। আদালতও শেষ পর্যন্ত এই যুক্তির সঙ্গে একমত হয়ে আসামিদের দোষী সাব্যস্ত করে।

মামলার শুনানিতে আরও উঠে আসে টিকটক লাইভ স্ট্রিমিং এবং অনলাইন কনটেন্টকে কেন্দ্র করে চলা দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের বিষয়টি। একজন টিকটক ইনফ্লুয়েন্সারের সাক্ষ্য আদালতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যেখানে তিনি দুই পক্ষের অনলাইন বাকবিতণ্ডা, হুমকি এবং সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো উত্তেজনার বর্ণনা দেন। এই মামলায় আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলা ব্যক্তিগত বিরোধ কীভাবে বাস্তব জীবনে গিয়ে মারাত্মক অপরাধে রূপ নিতে পারে। বিচারক ও প্রসিকিউটরদের মতে, এটি কেবল একটি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নয়, বরং অনলাইন বিদ্বেষের বাস্তব সহিংস রূপ।

ফেডারেল আদালত জানিয়েছে, এই মামলার আসামিদের এখন শাস্তি নির্ধারণ পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। দোষী সাব্যস্তদের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ড হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজন অভিযুক্তের বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে এবং আগামী মাসগুলোতে আলাদা ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে।

বিশেষজ্ঞরা এই রায়কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলা বিরোধ এবং বাস্তব জীবনের অপরাধের মধ্যে বিপজ্জনক সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শুরু হওয়া ব্যক্তিগত শত্রুতা যদি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে, তবে তা কেবল ডিজিটাল সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বাস্তব জগতেও গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে রূপ নিতে পারে।

এই মামলার রায় ভবিষ্যতে অনলাইন দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত সহিংস অপরাধ মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ওয়ার্ক পারমিট হারাচ্ছেন লাখো টিপিএসধারী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত এই পাঁচ দিনে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়। তথ্য প্রকাশের অনুমতি না থাকায় পরিচয় গোপন রাখার শর্তে এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এপি জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে আইস তাদের কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। আগে নিউইয়র্ক, শিকাগো বা লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো বড় শহরে প্রচারমুখী অভিযান চালানো হলেও এখন তুলনামূলকভাবে নীরব ও বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে নির্দিষ্ট শহরকে লক্ষ্য না করেও সারাদেশে গ্রেপ্তারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অপরাধে জড়িত অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটি দাবি করেছে, হত্যাকারী, ধর্ষক, শিশু যৌন নির্যাতনকারী, গ্যাং সদস্য ও সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারে তারা কাজ করছে। পাশাপাশি সতর্ক করে বলা হয়েছে, যারা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করবে, তাদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার ও নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

এপির হাতে আসা আরেকটি তথ্য অনুযায়ী, জুন মাসে আইসের আটক কেন্দ্রে থাকা অভিবাসীর সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৩৯ হাজারে পৌঁছেছে। ফেব্রুয়ারি থেকে এই সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আইস নিয়মিতভাবে গ্রেপ্তারের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না। তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলির ডিপোর্টেশন ডাটা প্রজেক্ট-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে এপি জানায়, বর্তমান গড়ে প্রতিদিন দুই হাজার গ্রেপ্তার আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।

তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ২৮৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা তখন ট্রাম্প প্রশাসনের সর্বোচ্চ দৈনিক গড় ছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস ও আশপাশের এলাকায় শত শত অভিবাসন কর্মকর্তাকে মোতায়েন করার সময়ও দৈনিক গড় গ্রেপ্তার ছিল প্রায় ১ হাজার ২১২ জন।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সাম্প্রতিক এই গ্রেপ্তার বৃদ্ধির মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন অভিবাসন আইন প্রয়োগ আরও কঠোর করার পথে এগোচ্ছে এবং আগামী মাসগুলোতে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অপরদিকে, সংবাদমাধ্যম নিউজউইক জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের ৬-৩ রায়ের পর উত্তরঞ্চ দ্রুত এঞ্চরঞ্চ কর্মসূচি সংশোধনের পথে এগোচ্ছে। এই রায়ে আদালত বলেছে, টিপিস স্পর্কিত সিদ্ধান্তে প্রশাসনের নীতিগত ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার নিম্ন আদালতের নেই, ফলে সরকার চাইলে দ্রুত এই সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে পারে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, হাইতি, সিরিয়া, মায়ানমার, ইয়েমেন, ইথিওপিয়া, দক্ষিণ সুদান এবং সোমালিয়ার নাগরিকদের ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ ১০ জুলাই শেষ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তে সময়সীমা পরিবর্তন হতে পারে। ডিএইচএস এটিকে সাময়িক স্বস্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে।

আইনজীবীরা সতর্ক করেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শ্রমশক্তি "ডি-লিগালাইজেশন" পরিস্থিতিগুলোর একটি হতে পারে, যার প্রভাব পড়বে স্বাস্থ্যসেবা, হসপিটালিটি এবং কেয়ার সেক্টরে কর্মরত হাজারো মানুষের ওপর।

টিপিএস প্রোগ্রামটি এমন অভিবাসীদের জন্য, যারা নির্দিষ্ট দেশে যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মানবিক সংকটের কারণে নিরাপদে ফিরতে পারেন না। এটি তাদের যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ী সুরক্ষা ও কাজের অনুমতি দেয়, তবে স্থায়ী বসবাস বা নাগরিকত্বের সরাসরি পথ নয়।

সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে ট্রাম্প প্রশাসনের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট দেশের পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে বলে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে সমালোচকরা বলছেন, অনেক দেশ এখনো নিরাপত্তা ও মানবিক সংকটে ভুগছে, ফলে এই সিদ্ধান্ত বড় ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে অনেক হাসপাতাল, নার্সিং হোম এবং কেয়ার সেক্টর কর্মী সংকটে পড়তে পারে। একই সঙ্গে অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, কারণ মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যয়

৩-এর পৃষ্ঠার পর

আরো সহনশীল ও ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বিত থাকবে।'

এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান ডেপুটি স্পিকার।

জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ডা. মো. শফিকুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং যুক্তরাষ্ট্র আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া লাখ লাখ রোহিঙ্গার জন্য মানবিক সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের ধারাবাহিক সহায়তা ও পাশে থাকা আমাদের এ গভীর অংশীদারত্বেরই প্রমাণ। আমরা বিশ্বাস করি, পারস্পরিক স্বার্থ এবং অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আগামীতে আরো সুদৃঢ় হবে, যেখানে দুই দেশের টেকসই উন্নয়ন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং বৈশ্বিক অঙ্গনে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন অবদান ও যৌথ অঙ্গীকার প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।'

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম মনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান। ভবিষ্যতে এ সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত হবে এবং উভয় দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে আরো শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

তিনি বলেন, 'জাতীয় সংসদ ভবনের আইকনিক স্থাপনার সামনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের আয়োজন দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা, বন্ধুত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক। এ আয়োজন বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের গভীরতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ।'

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন বলেন, '১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই আমাদের প্রতিষ্ঠাতারা ঘোষণা করেছিলেন "সব মানুষ সমান"। আর আজ আমেরিকার ২৫০তম স্বাধীনতা দিবসে "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতির আলোকেই আমরা বৈশ্বিক অংশীদারত্ব জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ঐতিহাসিক ক্ষণে আমরা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করতে চাই, যেখানে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের টেকসই নিরাপত্তা অংশীদারত্ব ও আঞ্চলিক শান্তি রক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রধান স্তম্ভ হিসেবে কাজ করবে।'

অনুষ্ঠানে ১০ সদস্যের ককাসের নাম ঘোষণা করা হয়। তারা হলেন নওশাদ জমির, আন্দালিব রহমান, হুম্মাম কাদের চৌধুরী, আখতার হোসেন, মীর আহমাদ বিন কাসেম, নিপুণ রায় চৌধুরী, সানজিদা ইয়াসমিন ও মারদিয়া মমতাজ। এর চেয়ারম্যান হিসাবে আছেন ড. মো. ওসমান ফারুক এমপি ও কো-চেয়ারম্যান হিসাবে আছেন ড. মো. মাহবুবুর রহমান এমপি।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন, সংসদ সদস্য, ককাস সদস্য, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের কূটনীতিক ও সংসদ সচিবালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের বিচার শেষ হয়নি এক যুগেও

২-এর পৃষ্ঠার পর

আদালতে আপিল হলে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। অন্যদের সাজা বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে মামলাটি আপিল বিভাগের লিভ টু আপিল পর্যায়ে রয়েছে।

এ মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন–নূর হোসেন, তারেক সাঈদ ও আরিফ হোসেন, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার (চাকরিচ্যুত) এম মাসুদ রানা, হাবিলদার মো. এমদাদুল হক, এবি মো. আরিফ হোসেন, ল্যান্স নায়েক হিরা মিয়া, ল্যান্স নায়েক বেলাল হোসেন, সিপাহি আবু তৈয়ব আলী, কনস্টেবল মো. শিহাব উদ্দিন, এসআই পূর্ণেন্দু বালা, সৈনিক আবদুল আলিম, সৈনিক মহিউদ্দিন মুনশি, সৈনিক আল আমিন, সৈনিক তাজুল ইসলাম।

এছাড়া এই হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন পাওয়া আসামিরা হলেন–সৈনিক আসাদুজ্জামান নুর, সার্জেন্ট এনামুল কবির, নূর হোসেনের সহযোগী আলী মোহাম্মদ, মিজানুর রহমান, রহম আলী, আবুল বাশার, মোর্তুজা জামান, সেলিম, সানাউল্লাহ, শাহজাহান ও জামালউদ্দিন।

নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট আবুল কালাম আজাদ জাকির বলেন, মামলাটি বর্তমানে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। তবে সরকার ও বিচার বিভাগ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে তারা আশাবাদী। নিহত কাউন্সিলর নজরুল ইসলামের স্ত্রী সেলিনা ইসলাম বিউটি বলেন, আমরা ১২ বছর ধরে বিচার প্রত্যাশা করছি। আদালতের রায় হয়েছে, কিন্তু কার্যকর হয়নি। সে সময় বেগম খালেদা জিয়া আমাদের বিচার নিশ্চিতের আশ্বাস দিয়েছিলেন। আজ তার দল ক্ষমতায় তার সন্তান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী। আমরা চাই দ্রুত দোষীদের ফাঁসি কার্যকর করা হোক।

সাত খুন মামলার অন্যতম আইনজীবী ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মামলাটি আপিল বিভাগে রয়েছে। আমরা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছি। আশা করছি দ্রুত এটি শুনানির জন্য কার্যতালিকায় আসবে। সাত খুনের শিকার পরিবারগুলো মানবেতর জীবনযাপন করছে। রাষ্ট্রেরও তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

বাংলাদেশের বিচারিক ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলোর একটি হয়ে আছে নারায়ণগঞ্জের সাত খুন। ১২ বছর পরও নিহতদের স্বজনদের একটাই প্রশ্ন–রায় হয়েছে, কিন্তু বিচার কবে শেষ হবে? তাদের অপেক্ষা এখন চূড়ান্ত রায় কার্যকর হওয়ার দিনের জন্য।



জুলাই হত্যা মামলায় হ-য-ব-র-ল

২-এর পৃষ্ঠার পর

ও হয়রানির শিকারও হচ্ছেন। অনেক জায়গায় আসামি ধরার নামে গ্রেপ্তার বাণিজ্যের অভিযোগের কারণে ভাবমূর্তি সংকটে পড়ছে পুলিশ।

আসামির নাম-ঠিকানা জানতেই দুই বছর : ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরে গুলিতে নিহত হন ইমন হোসেন আকাশ। ওই বছরের ২৭ আগস্ট ৬৩৭ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৫০০-৬০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন তার মা। নাম উল্লেখ করা আসামিদের ঠিকানা ও পরিচয় খুঁজতেই কেটে গেছে প্রায় দুই বছরের মতো। তদন্তে তাদের মধ্যে ৫৪৯ জনের বিরুদ্ধে দূরবর্তী কোনো সংশ্লিষ্টতাও মেলেনি। আবার বাদী ও সাক্ষীদের জবাববন্দিতে এসেছে দুই ধরনের তথ্য। এ ধরনের মামলার তদন্ত শেষ করে কবে অভিযোগপত্র দেওয়া যাবে সে ব্যাপারে তদন্তকারী সংস্থার কোনো ধারণা নেই।

বাদীর সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ : অভিযোগ উঠেছে, এখনো নানাভাবে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলা করার চেষ্টা চলছে। এমনকি টার্গেট করেও হয়রানিমূলক মামলা হচ্ছে। থানা পুলিশের বিরুদ্ধে বাদীর সঙ্গে যোগসাজশ করে বাণিজ্যের অভিযোগ উঠছে। বিএনপি নেতাকে আওয়ামী লীগ নেতা বানিয়ে মামলা করার মতো ঘটনাও ঘটছে। চট্টগ্রামের বাকলিয়ার সাকিব হত্যায় যুবদল ও ছাত্রদলের ১৫ নেতাকর্মীকে যুবলীগ নেতা সাজিয়ে আসামি করা হয়েছে বলে স্থানীয় বিএনপি নেতা মোহাম্মদ আনিস সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ তুলেছেন। পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতা পেয়েছে। মামলাটি করেছিলেন সাকিবের মা ফিরোজা বেগম।

আবার সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের টার্গেট করেও অনেক মামলা হয়েছে। এসব মামলা থেকে রেহাই পেতে বড় অঙ্কের অর্থ দিতে বাধ্য হচ্ছেন নিরপরাধ ব্যক্তিরা। পুলিশ সদর দপ্তর অবশ্য বলছে, কোনো মামলার তদন্তে পুলিশ 'বেআইনি' কিছু করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

১০২ বাদীর বিরুদ্ধে ভুয়া মামলার অভিযোগ : আশুলিয়ার বাইপাইল এলাকায় আল-আমিন নামে এক ব্যক্তির নিহত হওয়ার তথ্য দিয়ে আশুলিয়া থানায় মামলা করেন তার স্ত্রী কুলসুম বেগম। তবে পুলিশের একটি সংস্থা তদন্ত করে নিশ্চিত হয়, আল-আমিন মারা যাননি। একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী ব্যক্তির প্ররোচনায় কুলসুম বেগম মিথ্যা মামলাটি করেন। এ মামলার আসামিদের তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে অনেকের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেন কুলসুম। তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে এখন তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজধানীর উত্তরায় ছাত্র আন্দোলনের সময় মারা যান মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ নামে একজন গাড়িচালক। এ ঘটনায় আসাদুল্লাহর মা মামলা করেন। তবে পুলিশ তদন্ত করে নিশ্চিত হয়েছে, যাদের আসামি করা হয়েছে, তারা ঘটনার সময় সেখানে ছিলেন না। আসাদুল্লাহর স্ত্রী ফারজানা পুলিশকে জানিয়েছেন, মামলার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

মৃত ব্যক্তিদের নাম এজাহারে : পুলিশ সদর দপ্তর ও সিআইডির উচ্চপদস্থ দুই কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, কয়েকটি মামলায় জীবিত ব্যক্তিকে শহীদ দেখিয়ে হত্যা মামলা করা হয়। এসব মামলার বাদীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করে একটি তদন্ত সংস্থার ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'বেশির ভাগ মামলাই হয়েছে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ঘায়েল করতে। ঘটনার সময় দেশের বাইরে থাকা অনেকের নামও আছে হত্যা বা হত্যাচেষ্টা মামলায়। কোনো কোনো মামলায় মৃত ব্যক্তিদেরও আসামি করা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'বরিশালে একটি মামলার তদন্ত করে নিশ্চিত হয়েছি, সেখানে আওয়ামী লীগের ২৪৮ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলায় মৃত চার নেতাকর্মীর নামও আছে। মামলাটি করেছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আলোচিত সাবেক নেতা মারজুক আব্দুল্লাহ। এজাহারের ২১২ নম্বর আসামি খন্দকার রেজাউর মারা যান ২০২২ সালের ২২ জানুয়ারি। ১৯৮ নম্বর আসামি আবুল ফারুক মারা যান ২০২৩ সালের ২৫ মার্চ। ২০২১ সালের ১৯ অক্টোবর মারা যান ২২৫ নম্বর আসামি হাফিজুর রশিদ এবং একই বছরের ২৬ জুলাই মারা যান ১৯৫ নম্বর আসামি আলী হাওলাদার। এভাবেই মামলা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা হচ্ছে।'

মিথ্যা মামলার অজস্র প্রমাণ : পুলিশের একটি বিশেষ ইউনিটের তদন্তে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের ২৫ আগস্ট ঢাকার দোহার থানায় একটি হত্যা মামলা হয়। তদন্তে জানা যায়, রাজনৈতিক পরিচয় না থাকার পরেও প্রতিষ্ঠিত এক ব্যবসায়ীকে এতে আসামি করা হয়েছে। ওই ব্যবসায়ী ঢাকা থেকে গত ১০ বছরেও তার গ্রামের বাড়িতে যাননি। জুলাই আন্দোলনের সময় তিনি ব্যবসার কাজে সিঙ্গাপুর ছিলেন।

পুলিশের এক কর্মকর্তা দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'এ মামলার বাদী শাজাহান মাঝি। আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তিনি বলেছেন, আসামিদের অধিকাংশকেই চেনেন না। আওয়ামী লীগবিরোধী স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা যাদের নাম দিয়েছেন তাদেরই আসামি করা হয়েছে। এখন আর ওই বাদীকেও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।'

তদন্তে পুলিশের নাভিশ্বাস : জুলাই হত্যাকাণ্ডের পর ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন থানায় বহু মামলা হয়। এসব মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতাকর্মী থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং মাঠপর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের আসামি করা হয়েছে। তবে মামলার সংখ্যার তুলনায় তদন্তকারী কর্মকর্তার সংখ্যা সীমিত। পুলিশের তথ্যানুযায়ী, থানাগুলোতে কর্মরত একজন উপ-পরিদর্শক (এসআই) বা পরিদর্শককে (ইন্সপেক্টর) গড়ে ১০ থেকে ১২টি পর্যন্ত হত্যা মামলার তদন্ত করতে হচ্ছে। সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ, ডিজিটাল ফরেনসিক এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য নেওয়াসহ নিবিড় কাজের প্রয়োজনের বেশি সময় লাগছে। তাছাড়া এজাহার থেকে নাম সরানোর তদবিরে জড়িয়ে পড়েছে একশ্রেণির দালাল চক্র। অপরাধী না হয়েও আসামি হওয়ায় অনেকে লাখ টাকা খরচ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩-এ ধারা অনুযায়ী মামলার অভিযোগ থেকে আদালত কাউকে অব্যাহতি দিতে পারে। মিথ্যা মামলা করে কাউকে হয়রানি করলেও ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। আমার সময় প্রকৃত আসামিদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম।'

মামলা বাণিজ্য ও হয়রানির ঘটনায় পুলিশ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, 'সব জায়গায়ই ভালোমন্দ মিলেই আছে। আমরা কেউ ফেরেশতা না। তবে স্পেসিফিক্যালি পুলিশের লোক জড়িত থাকলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যথাসম্ভব শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।'

বিষয়টি নিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক আলী হোসেন ফকির দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ছাত্র-আন্দোলনের পর দায়ের হওয়া মামলাগুলোর তদন্ত দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরপরাধ কেউ যাতে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন সেদিকে আমরা খেয়াল রাখছি।'

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine
সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
BROOKLYN 486 MCDONALD AVE BROOKLYN, NY 11218 PH: (718) 247-7226 Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM
JAMAICA 87-12 167TH ST JAMAICA, NY 11432 PH: (718) 558-0280 Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

আর্থিক অপরাধের জন্য সবচেয়ে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকার বাংলাদেশেই

২-এর পৃষ্ঠার পর

সম্পদ জব্দ ও নথিপত্র তলবের মতো আইনি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত সাবেক ডেপুটি গভর্নর সিতাংশু কুমার সুর (এস কে) চৌধুরী ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাস গ্রেফতার হয়েছেন। সাবেক গভর্নরদের মধ্যে ড. আতিউর রহমান ও আব্দুর রউফ তালুকদারের কোনো হদিস নেই। আর অনেক সাবেক ডেপুটি গভর্নরও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন।

অর্থনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একসময় সারা বিশ্বেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বা প্রধানরা জাতীয় নায়কের সম্মান পেতেন। এ পদে নিযুক্তরা ছিলেন এমন ব্যক্তি, যাদের বক্তব্য বাজারে আস্থা তৈরি করত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্য গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তারাও বাড়তি সম্মান ও মর্যাদা পেতেন। কিন্তু 'সেলিব্রিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকারের যুগ' বিশ্বব্যাপীই শেষ হতে চলেছে। আর বাংলাদেশে সে ইমেজ বাড়তি সংকটে। পতিত আওয়ামী লীগের শাসনামলে ব্যাংক লুটে অলিগার্কদের সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারাও অস্বস্তিতে পড়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খানের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য সে রকমই। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেকোনো দেশের ব্যাংক তথা আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক। এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হলো ব্যাংক খাতের অভিভাবকত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা। এখন যদি গভর্নরসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করে, নীতিনির্ধারকদের সততা ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তাহলে জনগণের আস্থার ঘাটতি হবে এটিই স্বাভাবিক। কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরপর তিন গভর্নর ও সব পরিচালকের তথ্য চাওয়া হলে সেটি নিয়েও বিদেশীদের কাছে খারাপ বার্তা যায়।' ২০০৯ সাল-পরবর্তী দেড় দশকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী (২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষমতাচ্যুত) ছাড়া আর কেউ স্বাধীন ছিলেন না বলেও মন্তব্য করেন আরিফ হোসেন খান।

২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সম্মানিত আর্থিক নীতিনির্ধারকদের একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিভিন্ন দেশে রাজনীতিবিদরা যখন সংকট মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররাই অর্থনীতিকে ধস থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন। সুদের হার কমানো, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিপুল অর্থ সরবরাহ করা এবং আর্থিক বাজারকে স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে তারা বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান বেন বার্নানকে, ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মারিও দ্রাঘি এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর মার্ক কার্নির মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকাররা শুধু অর্থনীতিবিদ ছিলেন না; তারা প্রায় জননায়কের মর্যাদা পেয়েছিলেন।

অনেকের কাছে তারা ছিলেন রাজনীতির বাইরে থাকা দক্ষ নীতিনির্ধারক, যারা কঠিন সময়ে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। এর পুরস্কারও পেয়েছেন এ তিন অর্থনীতিবিদ। ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান বেন বার্নানকে ২০২২ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন। ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মারিও দ্রাঘি পেয়েছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রীর পদ। আর ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের সাবেক গভর্নর মার্ক কার্নি দায়িত্ব নিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রীর।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্রটি পুরোপুরি বিপরীত। ২০০৯ সাল-পরবর্তী প্রায় আট বছর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন ড. আতিউর রহমান। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চুরির ঘটনায় তুমুল সমালোচনার মুখে ২০১৬ সালের ১৫ মার্চ গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। তার সময়ে দেশের ব্যাংক খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে। বেসিক ব্যাংকের লুণ্ঠন, সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারি, জনতা ব্যাংকে বিসমিল্লাহ গ্রুপ কেলেঙ্কারিসহ বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে অলিগার্কদের প্রভাব বিস্তার শুরু হয় এ সময়ে। গণ-অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতন ঘটলে ড. আতিউর রহমানও দেশ ছাড়েন। একসময় 'গরিবের অর্থনীতিবিদ' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এ অধ্যাপকের ঘাড়ে এখন রিজার্ভ চুরির মামলার খড়্গ ঝুলছে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) রিজার্ভ চুরির মামলায় যে খসড়া অভিযোগপত্র তৈরি করেছে, সেটিতে আতিউর রহমানকেও আসামি করা হয়েছে।

আতিউর রহমান ও পরে গভর্নর ফজলে কবিরের মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রভাবশালী ডেপুটি গভর্নর ছিলেন সিতাংশু কুমার (এস কে) সুর চৌধুরী। গত বছরের ১৪ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক গ্রেফতার হন তিনি। এরপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভল্টে তার গোপন লকার তল্লাশি করে ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা সমমূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়। এর মধ্যে ছিল ১ কেজি ৫ গ্রাম স্বর্ণ, ১ লাখ ৬৯ হাজার ৩০০ ডলার ও ৫৫ হাজার ইউরো।

এরপর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) সাবেক প্রধান মাসুদ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করা হয়। গত বছরের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিবি) সহায়তায় দুদক তাকে গ্রেফতার করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার এ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

২০১৬ সালের ২০ মার্চ থেকে ২০২২ সালের ৩ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন সাবেক অর্থ সচিব ফজলে কবির। এরপর ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৪-এর ৯ আগস্ট পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন আব্দুর রউফ তালুকদার। এ দায়িত্ব নেয়ার আগে তিনিও অর্থ সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। এ দুই গভর্নরের বিরুদ্ধে এস আলম গ্রুপসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাটে নীতিগত সুবিধা দেয়ার অভিযোগ এনে দুদক থেকে তাদের ব্যাংক হিসাব, সম্পদ ও মেয়াদের যাবতীয় রেকর্ড তলব করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০০৯ সাল-পরবর্তী ১৫ বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সব সদস্যের তথ্য ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রও তলব করেছে সংস্থাটি। গত ১১ জুন বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো দুদকের চিঠিতে বলা হয়, অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য উপপরিচালক মো. মোমিনুল ইসলামকে টিম লিডার এবং উপপরিচালক রণজিৎ কুমার কর্মকার ও উপসহকারী পরিচালক মো. ইয়াছিন মোল্লাকে সদস্য করে তিন সদস্যের অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে।

বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ব্যতিক্রম বলে মনে করেন সাবেক অর্থ সচিব এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি) মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'কোনো রাষ্ট্র যখন জিম্মি হয়ে যায়, তখন সেটির প্রভাব তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে যায়। ২০০৯ সাল-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো গভর্নর স্বাধীন ছিলেন বলে মনে হয় না। সেখানে যা কিছু হয়েছে, সেটি রাষ্ট্র জিম্মি হয়ে যাওয়ার ফল।'

পতিত সরকারের চাপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা নতি স্বীকার করলেও পাশের দেশ ভারতে ভিন্ন রকম উদাহরণ আছে। দেশটির ব্যাংক খাতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি সংঘটিত হলেও রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (আরবিআই) গভর্নর বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগ ওঠেনি। কোনো গভর্নর বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা গ্রেফতারও হননি। বরং ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নরের দায়িত্ব পালনকারী রঘুরাম রাজন সরকারের চাওয়াকে উপেক্ষা করে মুদ্রানীতি ও সুদহার নির্ধারণ করেছিলেন। আর নরেন্দ্র মোদি সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবহার ও নীতিগত স্বাধীনতা নিয়ে বিরোধের জেরে পদত্যাগ করেছিলেন আরবিআইয়ের গভর্নর উর্জিত প্যাটেল।

ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে স্বার্থের সংঘাত (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক প্রতারণা ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিজিং ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের সংকটের পর আরবিআইয়ের তদারকি নিয়ে সমালোচনা হয়। তবে এসব ঘটনায়ও কোনো ডেপুটি গভর্নরকে ব্যক্তিগতভাবে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বা ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি। আর্থিক খাতে সুশাসনের সুফল পেয়েছে ভারত। বিশ্বের বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশটির ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার এখন ২ দশমিক ২ শতাংশ। যেখানে বাংলাদেশের ব্যাংক খাতের এক-তৃতীয়াংশ ঋণই এখন খেলাপি।

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার কিংবা ফৌজদারি অপরাধের তদন্তের মুখে পড়তে দেখা যায়নি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো গভর্নর কিংবা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকেও। আর শ্রীলংকা ও নেপালের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষেত্রে গভর্নরদের বিরুদ্ধে প্রধানত নীতিগত ও প্রশাসনিক সমালোচনা দেখা গেলেও ব্যক্তিগত দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার বা ফৌজদারি বিচারের ঘটনা বিরল।

২০০৯ সাল-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যেটি হয়েছে, সেটি কোনো সংজ্ঞা বা বিচার-বিবেচনার মধ্যে পড়ে না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'কোনো নীতি গ্রহণ কিংবা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভুল হতে পারে। টেকনিক্যাল কারণে খেলাপি ঋণ বাড়তে পারে, কোনো ব্যাংক খারাপ হতে পারে। অতীতেও বাংলাদেশ ব্যাংকে কিছু ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনিয়ম-দুর্নীতির সহযোগী হয়ে পড়ার ঘটনা গোটা বিশ্বে বিরল। এ ধরনের দ্বিতীয় কোনো ঘটনা বিশ্বে আছে বলে আমার জানা নেই।'

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তার সময়ে গভর্নরের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতে বেশ আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার সংশোধনের জন্য খসড়াও চূড়ান্ত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার সেটি বাস্তবায়ন করেনি।

এ বিষয়ে ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'স্বায়ত্তশাসনসহ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চর্চাকারী ব্যক্তিকে সৎ হতে হবে। ব্যক্তি যদি অসৎ হয়, তাহলে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দুর্নীতিকে আরো বেশি উৎসাহিত করে। ২০০৯ সাল-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশির ভাগ কর্মকর্তা যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কাজ করেছেন, যে পরিমাণ অনিয়ম-দুর্নীতিতে নিজেদের জড়িয়েছেন, তাতে স্বায়ত্তশাসন কিংবা ক্ষমতা বৃদ্ধি ভালো কিছু হতো না। এ কারণে আমি বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার সংশোধনে সায় দিইনি। আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরে সুশাসন কার্যকর করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা রীতিনীতি মেনে চললে ব্যাংক খাত সঠিক পথে ফিরতে বাধ্য হবে।'

২০০৯ সাল-পরবর্তী দেড় দশকে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির জেরে দেশের ব্যাংক খাতের পরিস্থিতি এখন বিপর্যস্ত ও নাজুক। দুই ডজনেরও বেশি ব্যাংক মূলধন ঘাটতিতে পড়েছে। আর গ্রাহকদের আমানতের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ঘটছে অন্তত এক ডজন ব্যাংকে। ২০০৯ সালে ব্যাংক খাতে যেখানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাজার কোটি টাকা, সেটি ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে ৬ লাখ ৪৪ হাজার ৫১৫ কোটি টাকায় ঠেকে। ওই সময় ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশই ছিল খেলাপি। গত বছরের শেষ তিন মাসে বিশেষ ছাড় দিয়ে পুনঃতফসিল করে খেলাপি ঋণ কিছুটা কমানো হয়। তবে এর পরও চলতি বছরের মার্চ শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৪ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের ৩২ দশমিক ২৬ শতাংশ।

দেশে খেলাপি ঋণের বিদ্যমান হারও গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে।

বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত ঋণের এক-তৃতীয়াংশ খেলাপি হলেও প্রতিবেশী ভারতে এ হার এখন মাত্র ২ দশমিক ২ শতাংশ। আর পাকিস্তানের খেলাপি ঋণের হার ৫ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। তিন বছর আগে দেউলিয়াত্বের মুখে থাকা শ্রীলংকায়ও খেলাপি ঋণের হার এক অংকের ঘরে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

খেলাপি হয়ে যাওয়া ঋণের বিপরীতে প্রভিশন বা নিরাপত্তা সঞ্চিতি সংরক্ষণ করতে পারছে না অনেক ব্যাংক। এর প্রভাবে ব্যাংক খাতে মূলধন ঘাটতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছর শেষে দেশের ব্যাংক খাতে মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (সিআরএআর) ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬৪ শতাংশে নেমে গেছে। যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে চর্চিত ব্যাসেল-৩ নীতিমালা অনুযায়ী, সিআরএআর সর্বনিম্ন ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ থাকার কথা। কার্যকর অর্থনীতির কোনো দেশের ব্যাংক খাতের গড় মূলধন পর্যাপ্ততা ঋণাত্মক ধারায় চলে যাওয়াকে আধুনিক বিশ্বের বিরল ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ব্যাংক খাতে ঋণাত্মক ধারায় চলে গেলেও এ সময়ে আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার ব্যাংকগুলো সিআরএআর। পাকিস্তানের ব্যাংক খাতে সিআরএআর এখন প্রায় ২১ শতাংশ। আর শ্রীলংকার ব্যাংক খাতে এ হার ১৯ শতাংশেরও বেশি। ভারতের ব্যাংকগুলোর গড় সিআরএআর ১৭ দশমিক ২০ শতাংশ বলে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্ট ২০২৫-এ তুলে ধরা হয়েছে। যদিও মাত্র তিন বছর আগেও অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বের মুখে পড়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা ও পাকিস্তান।





অবসর নিয়ে ফেললেন নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক : ১৬ বছর আগে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই শুরু হয়েছিল এক স্বপ্নের যাত্রা। সেই মাঠেই অভিষেকে গোল করেছিলেন এক কিশোর, যার নাম নেইমার জুনিয়র। সময়ের পরিক্রমায় তিনি হয়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। যে মাঠ তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সেই মাঠেই এবার খালি হাতেই শেষ হলো সেলেসাও জার্সিতে তাঁর পথচলা। নরওয়ের কাছে ব্রাজিলের বিদায়ের রাতে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন এই মহাতারকা।

উত্তর আমেরিকা বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতেই থেমে গেল ব্রাজিলের হেক্সা জয়ের আরেকটি অভিযান। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রোববার দিবাগত রাতে (৫ জুলাই) অনুষ্ঠিত ম্যাচে নরওয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। শেষ বাঁশি বাজার পর আবেগ সামলাতে পারেননি নেইমার। মাঠেই কান্নায় ভেঙে পড়েন, এরপর জানিয়ে দেন জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যাবে না তাকে।

বিদায়ী ঘোষণায় আবেগঘন কণ্ঠে নেইমার বলেন, 'আমি চেষ্টা করেছি। এই মেট লাইফ স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছিল (আমার পথচলা), এখানেই শেষ করলাম। যাত্রা এখানেই শেষ।'

২০১০ সালের ১০ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই ব্রাজিলের হয়ে অভিষেক হয়েছিল নেইমারের। ২-০ ব্যবধানের সেই জয়ে গোল করে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের সূচনা করেছিলেন তিনি। প্রায় ১৬ বছর পর একই মাঠে শেষ ম্যাচেও জালের দেখা পেলেও সেটি আর হাসি এনে দিতে পারেনি। আর্লিং হালান্ডের জোড়া গোলে পিছিয়ে পড়া ব্রাজিলের হয়ে যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করেন নেইমার। কিন্তু ততক্ষণে বিদায়ের বেদনা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

জাতীয় দলের হয়ে নিজের গোলসংখ্যাও বাড়িয়ে নিয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। ১৩০ ম্যাচে ৮০ গোল নিয়ে আগেই ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন, বিদায়ী ম্যাচেও সেই রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করলেন। তবে ব্যক্তিগত অর্জনের ঝুলিতে গোলের প্রাচুর্য থাকলেও দলগত সাফল্যের খাতায় আক্ষেপ থেকেই গেল। ব্রাজিলের হয়ে তার একমাত্র বড় শিরোপা ২০১৩ সালের ফিফা কনফেডারেশন্স কাপ, যে প্রতিযোগিতার অস্তিত্বই এখন আর নেই। ২০১৯ সালে ব্রাজিল কোপা আমেরিকা জিতলেও সেই আনন্দের অংশ হতে পারেননি নেইমার। টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই চোটে ছিটকে যাওয়ায় মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তার।

ক্লাব ফুটবলেও গত কয়েক বছর ধরে চোট যেন তার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের হয়ে খেলতে গিয়ে গুরুতর ইনজুরিতে পড়ার পর দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। এরপর বারবার ফিরে আসার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি ছন্দে ফিরতে পারেননি।

অবশেষে ২০২৫ সালের শুরুতে আল হিলাল ছেড়ে ফিরে যান শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। লক্ষ্য ছিল একটাই, ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। কিন্তু সেখানেও চোট তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি।

কার্লো আনচেলত্তি ব্রাজিলের দায়িত্ব নেওয়ার পর বিশ্বকাপের আগে কোনো ম্যাচেই নেইমারকে দলে ডাকেননি। তবু অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রেখে বিশ্বকাপের ২৬ সদস্যের দলে জায়গা দেন ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে। প্রায় তিন বছর পর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ঊটল্যান্ডের বিপক্ষে জাতীয় দলে ফেরেন তিনি। সেই ম্যাচে খেলেছিলেন ১৪ মিনিট, আর নরওয়ের বিপক্ষে মাঠে ছিলেন ২৩ মিনিট। সেই ৩৭ মিনিটই হয়ে থাকল ব্রাজিলের জার্সিতে নেইমারের শেষ অধ্যায়।

ব্রাজিলকে বিদায় করে দিলেন ভাইকিং হালান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক : বিশ্বকাপে ইতিহাস বদলানোর স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিল ব্রাজিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাসই যেন আবারও তাদের পথ আটকে দাঁড়াল। আর্লিং হলান্ডের জোড়া গোলে ২-১ ব্যবধানে হেরে ২০২৬ বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ১৯৯০ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে হলো পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। অন্যদিকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে নতুন ইতিহাস গড়ল নরওয়ে।



ম্যাচের স্কোরলাইন যতটা সহজ দেখায়, মাঠের লড়াই ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি নাটকীয়। শুরু থেকেই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। চতুর্থ মিনিটেই নরওয়ে বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল বাতিল হয়। এরপর ১১ মিনিটে মাতেউস কুনিয়াকে বক্সে ফাউল করলে ভিএআর পর্যালোচনার পর পেনাল্টি পায় ব্রাজিল। কিন্তু ১৪ মিনিটে ব্রুনো গিমারাইসের স্পটকিক দুর্দান্ত দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন নরওয়ের গোলরক্ষক অরিয়ান নিল্যান্ড। সেই সেভই ম্যাচের অন্যতম টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়।

গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধেও একের পর এক সুযোগ তৈরি করে ব্রাজিল। গোলের আশায় ৫৮ মিনিটে মাঠে নামানো হয় এনদ্রিককে। কিন্তু ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের নিখুঁত পাস থেকে গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি তরুণ এই ফরোয়ার্ড। পরে নেইমারকে নামিয়েও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারেনি সেলেসাওরা।

যখন মনে হচ্ছিল ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ে গড়াতে পারে, তখনই নিজের জাত চিনিয়ে দেন আর্লিং হলান্ড। ৭৯ মিনিটে দুর্দান্ত এক হেডে নরওয়েকে এগিয়ে দেন ম্যানচেস্টার সিটির এই স্ট্রাইকার। এরপর ম্যাচের শেষ দিকে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া নিচু শটে আলিসনকে পরাস্ত করে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন তিনি, কার্যত নিশ্চিত করে দেন নরওয়ের ঐতিহাসিক জয়।

যোগ করা সময়ে নেইমার পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করলেও তাতে শুধু ব্যবধানই কমে। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ২-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যায় নরওয়ে, আর শেষ হয়ে যায় ব্রাজিলের বিশ্বকাপ অভিযান।

এই জয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে নিজেদের সেরা সাফল্যও গড়ে ফেলেছে নর্ডিক দেশটি। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষ হবে মেক্সিকো অথবা ইংল্যান্ড।

ব্যক্তিগত অর্জনেও উজ্জ্বল ছিলেন হলান্ড। জোড়া গোল করে এবারের বিশ্বকাপে তাঁর গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাতে। ফলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিনি স্পর্শ করেছেন লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে।

ব্রাজিলের জন্য এই হার শুধু বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নয়, আরও একটি অপূর্ণতার গল্পও। নরওয়ের বিপক্ষে পাঁচবার মুখোমুখি হয়েও এখনও জয়ের দেখা পেল না সেলেসাওরা। সেই পরিসংখ্যান এখন দাঁড়িয়েছে নরওয়ের দুটি জয় ও তিনটি ড্র। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য নরওয়ে তাই এখনও এক অজেয় প্রতিপক্ষ, আর ইতিহাস বদলের অপেক্ষাও রয়ে গেল আরেকটি দিনের জন্য। একই সাথে সেলেসাওদের হেক্সা জয়ের মিশনও পিছিয়ে গেল।

গোল্ডেন বুটের লড়াইয়েও মেসি-এমবাপ্পের পাশে হালান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক : একটি ম্যাচেই যেন দুই লড়াইয়ে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করলেন আর্লিং হলান্ড। নরওয়েকে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তোলার নায়ক তো হয়েছেনই, পাশাপাশি গোল্ডেন বুটের দৌড়েও উঠে এসেছেন শীর্ষ সারিতে।

ব্রাজিলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠা নিশ্চয়ই ভাইকিং আর্লিং হালান্ডের স্বপ্ন ছিল। শুধু এই স্ট্রাইকারের নিজের না, তাঁর গোটা দেশেরই স্বপ্ন ছিল এটা। ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে হাত্রানোর পর গোটা স্টেডিয়ামে নরওয়ে ফুটবল দল ও সমর্থকদের উদযাপন দেখে মনে হচ্ছিলো তারা স্বপ্নের দেখা পেয়ে গিয়েছে। এই ম্যাচে বোনাস হিসেবে নরওয়ে পেয়েছে হালান্ডের গোল্ডেন বুটের দৌরে ফিরে আসাটা।

ব্রাজিলের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে জোড়া গোল করেন নরওয়ের এই স্ট্রাইকার। প্রথমে ৭৯ মিনিটে দুর্দান্ত এক হেডে জাল খুঁজে পান। এরপর ম্যাচের শেষ দিকে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া নিচু শটে আলিসনকে পরাস্ত করে নিশ্চিত করেন নরওয়ের ঐতিহাসিক জয়।

এই দুই গোলের সুবাদে চলতি বিশ্বকাপে হলান্ডের মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭। ফলে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় তিনি স্পর্শ করেছেন লিওনেল মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে। তিনজনই এখন গোল্ডেন বুটের দৌড়ে সমান ৭ গোল নিয়ে অবস্থান করছেন।

তবে হলান্ডের এই অর্জনের মূল্য শুধু সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর গোলেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল, আর নরওয়ে প্রথমবারের মতো পৌঁছে গেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আর দলের সাফল্য, দুই দিক থেকেই এটি হয়ে থাকল ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের স্মরণীয় এক রাত।

এখন নজর কোয়ার্টার ফাইনালে। নরওয়ে যত দূর এগোবে, ততই বাড়বে হলান্ডের গোল্ডেন বুট জয়ের সম্ভাবনাও। মেসি ও এমবাপ্পের পাশে নাম লেখানোর পর এবার এককভাবে শীর্ষে ওঠার লক্ষ্যই হবে নরওয়ের গোলমেশিনের।

মেক্সিকোকে কাঁদিয়ে আজতেকার অভিশাপ জয় করল ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক : বিশ্বকাপে রোমাঞ্চকর ম্যাচের তালিকায় নতুন এক অধ্যায়ের জন্ম দিল ইংল্যান্ড ও মেক্সিকো। পাঁচ গোল, একটি লাল কার্ড, দুই পেনাল্টি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা, সব মিলিয়ে আজতেকা স্টেডিয়ামের এই লড়াই ছিল রুদ্ধশ্বাসপূর্ণ নাটকীয়তার ভরপুর। হার না মানা লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত ৩-২ ব্যবধানে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড।



প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর শুরু হয় ম্যাচ। অপেক্ষার সেই সময়টুকু যেন সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেয় দুই দল। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দেয় তারা, আর প্রথমার্ধেই ম্যাচ পায় নাটকীয় মোড়।

৩৬ ও ৩৮ মিনিটে পরপর দুই গোল করে ইংল্যান্ডকে দারুণ সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যান জুড বেলিংহাম। চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম গোল হজম করে মেক্সিকো। নিজেদের দুর্গ আজতেকায় এমন ধাক্কা স্বাগতিকদের জন্য ছিল অপ্রত্যাশিত। তবে মেক্সিকো দ্রুতই ম্যাচে ফিরে আসে। ৪২ মিনিটে হুলিয়ান কিনিয়োনেস ব্যবধান কমিয়ে স্বাগতিকদের নতুন করে লড়াইয়ে ফেরান। প্রথমার্ধের বাকি সময়েও সমতায় ফেরার একাধিক সুযোগ তৈরি করেছিল মেক্সিকো, কিন্তু ফাইনাল টাচের অভাবে তা আর সম্ভব হয়নি। বিরতিতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে ইংল্যান্ড।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচ আরও কঠিন হয়ে ওঠে ইংলিশদের জন্য। ৫৪ মিনিটে হেসুস গায়ার্দোকে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন জ্যারেল কোয়ানসা। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর ইংল্যান্ডকে চেপে ধরে মেক্সিকো। কিন্তু আক্রমণের মধ্যেই উল্টো বিপদে পড়ে স্বাগতিকরা। ৬০ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনকে বক্সের ভেতর ফাউল করেন গোলরক্ষক রাউল রানহেল। পেনাল্টি থেকে নির্ভুল শটে ইংল্যান্ডের তৃতীয় গোল করেন অধিনায়ক হ্যারি কেইন।

ম্যাচের নাটক তখনও শেষ হয়নি। আট মিনিট পর নিজের বক্সে ব্রায়ান গুতিয়েরেজকে ফাউল করে বসেন কেইন। এবার পেনাল্টি পায় মেক্সিকো, আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রাউল হিমিনেজ স্কোরলাইন ৩২ করেন। এরপর পুরো ম্যাচ যেন একপেশে আক্রমণে পরিণত হয়।

শেষ আধাঘণ্টায় একের পর এক আক্রমণ চালায় মেক্সিকো। বলের দখল, কর্নার, শট; সব পরিসংখ্যানেই এগিয়ে ছিল তারা। ৬৬.৮ শতাংশ সময় বল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে স্বাগতিকরা, নেয় ২০টি শট। তবে ইংল্যান্ডের রক্ষণভাগ অসাধারণ শৃঙ্খলা দেখায়। নিকো ওব্রাইলি ও মার্ক গেহির নেতৃত্বে ডিফেন্স বারবার প্রতিহত করে মেক্সিকোর আক্রমণ, আর প্রয়োজনের মুহূর্তে জর্ডান পিকফোর্ডের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ দলকে বাঁচিয়ে দেয়।

পরিসংখ্যানও ম্যাচের গল্প বলে। মেক্সিকো যেখানে ২০টি শট নিয়ে পাঁচটি লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে, ইংল্যান্ড সেখানে মাত্র ছয়টি শট নিয়েই পাঁচটি পোস্টের মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়। সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতাই শেষ পর্যন্ত দুই দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়।

এই জয়ে শুধু কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়নি, আজতেকার তিক্ত স্মৃতিও অনেকটাই মুছে ফেলেছে ইংল্যান্ড। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে একই মাঠে আর্জেন্টিনার কাছে বিতর্কিত হারের স্মৃতি বহন করে আসা দলটি এবার আনন্দ নিয়েই স্টেডিয়াম ছেড়েছে।

ম্যাচ শেষে কোচ টমাস টুখেল নিজের খেলোয়াড়দের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ১০ জন নিয়ে শেষ আধাঘণ্টা যেভাবে রক্ষণ সামলেছে দল, সেটিকে তিনি জয়ের মূল চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছেন। একই সঙ্গে মেক্সিকোর লড়াকু মানসিকতারও প্রশংসা করেন ইংল্যান্ড কোচ।

অন্যদিকে শেষ বাঁশি বাজার পর আজতেকার গ্যালারিতে নেমে আসে নিস্তব্ধতা। বিশ্বকাপে স্মরণীয় এক লড়াই উপহার দিয়েও বিদায় নিতে হয় স্বাগতিকদের। আর ইংল্যান্ড এগিয়ে যায় নতুন চ্যালেঞ্জের দিকে, যেখানে কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের অপেক্ষায় রয়েছে নরওয়ে। যে ভাইকিং নরওয়ে ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে বিদায় করে উঠেছে শেষ আটে!

বিশ্বকাপে পেনাল্টি গোলের রেকর্ড গড়লেন কেইন, মেসি-রোনালদো কত নম্বরে?

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ বিশ্বকাপে মেক্সিকোর বিপক্ষে নিজের পেনাল্টি থেকে করা গোলের মাধ্যমে আরেকটি অনন্য কীর্তিতে নাম লিখিয়েছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হ্যারি কেইন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এখন পেনাল্টি থেকে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় তিনি সবার উপরের স্থানে রয়েছেন।

হ্যারি কেইনের বিশ্বকাপে মোট গোল ১৪টি, যার মধ্যে ৬টিই এসেছে পেনাল্টি থেকে। ৪টি করে পেনাল্টি গোল রয়েছে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনার গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা, পর্তুগালের ইউসেবিও এবং রোনালদো, নেদারল্যান্ডসের রব রেনসেনব্রিঙ্কের।

বিশ্বকাপে গোল করার পাশাপাশি পেনাল্টি থেকেও ধারাবাহিকভাবে সফল হওয়ার মাধ্যমে হ্যারি কেইন আবারও প্রমাণ করেছেন, বড় মঞ্চে চাপ সামলে গোল করার ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার।

বিশ্বকাপে পেনাল্টি থেকে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকা

- ৬ গোল: হ্যারি কেইন (ইংল্যান্ড)
- ৪ গোল: রব রেনসেনব্রিঙ্ক (নেদারল্যান্ডস)
- ৪ গোল: ইউসেবিও (পর্তুগাল)
- ৪ গোল: গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (আর্জেন্টিনা)
- ৪ গোল: ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল)
- ৪ গোল: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)

'আইবেরিয়ান ডার্বি'তে রোনালদো-ইয়ামাল দ্বৈরথ

ক্রীড়া ডেস্ক : বিশ্বকাপের চলমান আসরের শেষ ষোলোতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াইগুলোর একটি হতে যাচ্ছে প্রতিবেশী দুই ইউরোপীয় শক্তি পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যকার 'আইবেরিয়ান ডার্বি'। দুই দেশের ভৌগোলিক সীমান্ত যেমন এক, তেমনি ফুটবলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দীর্ঘদিনের। শেষ ষোলোর এ ম্যাচের জয়ী দল নিশ্চিত করবে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট, আর পরাজিত দলের বিশ্বকাপ স্বপ্ন থেমে যাবে এখানেই। তাই ম্যাচটি শুধু একটি নকআউট লড়াই নয়, বরং মর্যাদা, ইতিহাস ও শ্রেষ্ঠত্বেরও পরীক্ষা। আজ যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

স্পেন এই ম্যাচে নামছে দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে। গ্রুপ পর্বে ধারাবাহিক ভালো ফুটবল খেলার পর রাউন্ড অব ৩২-এ অস্ট্রিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তারা। বলের দখল, দ্রুত পাসিং, সংগঠিত রক্ষণ এবং আক্রমণে বৈচিত্র্য- সব মিলিয়ে স্পেনকে এখন টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে দেখা হচ্ছে। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল তরুণ ও অভিজ্ঞদের মিশেলে ভারসাম্যপূর্ণ ফুটবল উপহার দিচ্ছে এবারের বিশ্বকাপে। বিশেষ করে তরুণ উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালের গতি, সৃজনশীলতা ও ড্রিবলিং প্রতিপক্ষের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে পর্তুগালের পথটা ছিল কিছুটা কঠিন। গ্রুপ পর্বে তারা পুরোপুরি ছন্দে না থাকলেও নকআউট পর্বে ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে। রবার্তো মার্তিনেজের দল মাঝমাঠে ভিতিনিয়া, জোয়াও নেভেস ও ব্রুনো ফার্নান্দেসের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। দ্রুত পাল্টা-আক্রমণ এবং সেট-পিসে পর্তুগালের শক্তি থাকলেও স্পেনের নিয়ন্ত্রিত ফুটবল ভাঙতে তাদের সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখাতে হবে। এই ম্যাচের অন্যতম বড় আকর্ষণ অবশ্যই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

৪১ বছর বয়সী এই কিংবদন্তির জন্য এটি হতে পারে বিশ্বকাপের শেষ অধ্যায়। রোনালদোর অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব এবং বড় ম্যাচে গোল করার সামর্থ্য এখনও পর্তুগালের সবচেয়ে বড় ভরসা। বিপরীতে স্পেনের তরুণ প্রজন্মের প্রতীক লামিনে ইয়ামাল। একদিকে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা তারকা, অন্যদিকে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুপারস্টার- দুই প্রজন্মের এই প্রতীকী লড়াই ম্যাচটিকে দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। কৌশলগত দিক থেকেও ম্যাচটি হতে পারে দারুণ উপভোগ্য। স্পেন বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করতে চায়, আর পর্তুগাল অপেক্ষা করবে দ্রুত পাল্টা আক্রমণের সুযোগের জন্য। মাঝমাঠের লড়াইয়ে যে দল আধিপত্য বিস্তার করবে, তারাই ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। বিশেষ করে ব্রুনো ফার্নান্দেস ও ভিতিনিয়ার বিপক্ষে স্পেনের মিডফিল্ড কতটা কার্যকর থাকে, সেটি ম্যাচের ফল নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। ইতিহাস বলছে, পর্তুগাল ও স্পেনের লড়াই বরাবরই উত্তেজনাপূর্ণ। ইউরো, বিশ্বকাপ কিংবা নেশনস লিগ- দুই দলের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তুমুল। সাম্প্রতিক নেশনস লিগের ফাইনালে পর্তুগালের কাছে টাইব্রেকারে হারের প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগও পাচ্ছে স্পেন। ফলে এই ম্যাচে আবেগ, প্রতিশোধ ও সাফল্যের ক্ষুধা, সবকিছুরই উপস্থিতি থাকবে। কাগজে-কলমে স্পেন কিছুটা এগিয়ে থাকলেও নকআউট ফুটবলে অতীতের পরিসংখ্যানের চেয়ে মুহূর্তের সিদ্ধান্ত, মানসিক দৃঢ়তা ও সুযোগ কাজে লাগানোর দক্ষতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পর্তুগালের অভিজ্ঞতা এবং স্পেনের তরুণ উদ্দীপনার সংঘর্ষে দর্শকরা একটি উচ্চমানের, টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচের প্রত্যাশা করতেই পারেন। সব মিলিয়ে, বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর এই 'আইবেরিয়ান ডার্বি' শুধু একটি ম্যাচ নয়; এটি ইউরোপীয় ফুটবলের দুই পরাশক্তির সম্মান রক্ষার লড়াই। যে দল নিজেদের পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবে, তারাই এগিয়ে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালের পথে।

বিশ্বকাপের স্বপ্ন পূরণ

মেটলাইফে ব্রাজিলের বিদায়ের সাক্ষী মেহজাবীন

বিনোদন ডেস্ক : স্টেডিয়ামে বসে ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখা ছিল মেহজাবীন চৌধুরীর বহুদিনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নপূরণের দিনেই গ্যালারি থেকে দেখলেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিদায় এবং নরওয়ের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার উল্লাস।

স্টেডিয়ামে বসে ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখার স্বপ্ন ছিল অনেক দিনের। অবশেষে সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় মডেল ও অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর। তবে স্মরণীয় সেই অভিজ্ঞতার দিনটি আরো বিশেষ হয়ে থাকল অন্য এক কারণে–চোখের সামনে দেখলেন ব্রাজিলের বিদায় আর নরওয়ের উল্লাস।

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে রবিবার অনুষ্ঠিত ব্রাজিল-নরওয়ের শেষ ষোলোর ম্যাচটি সরাসরি উপভোগ করেন মেহজাবীন। ম্যাচে ২-১ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নেয় নরওয়ে। গ্যালারিতে বসে পুরো নাটকীয় লড়াই উপভোগ করেন এই অভিনেত্রী।

খেলা শুরুর আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের স্বভাবসুলভ রসিকতায় মেহজাবীন লিখেছিলেন, 'ব্রাজিলকে দু-একটা ফুটবলের টিপস দিতে এলাম। আমি কিন্তু আর্জেন্টিনা।' ম্যাচ শেষে সেই পোস্ট নিয়েও ভক্তদের মধ্যে বেশ আলোচনা শুরু হয়।

খেলা চলাকালেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কয়েকটি পোস্ট দিয়ে নিজের উচ্ছ্বাস ভাগ করে নেন তিনি। তবে শুধু ম্যাচ উপভোগই নয়, এই সফর ছিল তার ব্যক্তিগত একটি স্বপ্ন পূরণেরও উপলক্ষ।

ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে মেহজাবীন বলেন, "স্টেডিয়ামে বসে ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখা ছিল আমার অনেক দিনের বাকেট লিস্টের একটি স্বপ্ন। আলহামদুলিল্লাহ, এবার সেটি পূরণ হয়েছে। মাঠের পরিবেশ, হাজার হাজার দর্শকের একসঙ্গে উচ্ছ্বাস, আর সেই আবহ–সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতাটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। টিভিতে যতটা অনুভব করা যায়, স্টেডিয়ামে বসে তার অনুভূতি কয়েক গুণ বেশি। এই স্মৃতিটা সারা জীবন আমার সঙ্গে থাকবে।"

কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ায় বিশ্বকাপের ম্যাচ মাঠে বসে দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি মেহজাবীন। তার ধারণা ছিল, ব্রাজিল ও নরওয়ের ম্যাচটি হবে জমজমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত মাঠের লড়াইও তার সেই প্রত্যাশা পূরণ করেছে।

মেহজাবীন বলেন, "খেলা শুরুর আগে মনে হয়েছিল ম্যাচটা খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। ব্রাজিল শক্তিশালী দল, কিন্তু নরওয়েকেও হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ ছিল না। নেইমারের প্রতি আমার ভীষণ সম্মান আছে, তবে সাম্প্রতিক সময়ে আমি হলান্ডেরও ভক্ত হয়ে গেছি। আমার মনে হয়, সে অসাধারণ একজন খেলোয়াড়। আর আমি যেহেতু আর্জেন্টিনার সমর্থক, তাই হিসাবটা আমাকে নরওয়ের দিকেই টেনে নিয়েছিল।"

আর্জেন্টিনার সমর্থক হলেও এবার বিশ্বকাপে প্রিয় দলের ম্যাচ মাঠে বসে দেখা হচ্ছে না তার। কারণ, খুব শিগগিরই দেশে ফিরতে হবে তাকে। তবে নিজের সমর্থনের জায়গা থেকে আর্জেন্টিনার জন্য শুভকামনা জানাতে ভোলেননি এই অভিনেত্রী।



তার ভাষায়, "সম্ভবত আর্জেন্টিনার ম্যাচটি মাঠে বসে দেখা হবে না। তবে মন থেকে চাইব, তারা যেন ফাইনালে পৌঁছায়।"

প্রসঙ্গত, এর আগেও কোপা আমেরিকার একটি ম্যাচ দেখতে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন মেহজাবীন। এবার একই ভেন্যুতে বিশ্বকাপের ম্যাচে উপস্থিত থেকে নিজের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি দেখলেন ব্রাজিলের বিদায় এবং নরওয়ের উৎসব।



গুণীজন সম্মাননা ও কৃতি শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান





শেষ পৃষ্ঠার পর ছাতক সমিতি ইউএসএ দীর্ঘদিন ধরে অবদান রেখে যাচ্ছে। এটা সত্যি প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, ছাতক সমিতি গুণীজন সম্মাননা ও কৃতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান তথা মেধার মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এখানে বিভিন্ন সমিতির প্রোগ্রামে সাধারণত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা এ জাতীয় কিছু বিনোদনমূলক পারফরম্যান্স লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ছাতক সমিতির আজকের অনুষ্ঠান এর ব্যাতিক্রম। ভবিষ্যত লিডারশীপ তৈরির জন্য ছাতক সমিতির এ সৃষ্টিশীল ধারাকে এগিয়ে নিতে হবে।

গত ২৮ জুন নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ছাতক সমিতি ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক (২০২৫-২০২৮) , গুণীজন সম্মাননা ও কৃতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথাগুলো বলেন। প্রবাসী বিপুলসংখ্যক ছাতকবাসী শিক্ষার্থী, অভিভাবক, লেখক-সাংবাদিক ও সুধী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে প্রাণবান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাতক সমিতির সভাপতি মানিক আহমেদ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্টেট সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, সিলেটের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুস। বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ ইনক্বর সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ছাতক সমিতি ইউএসএ ইনকের উপদেষ্টা ইকবাল আহমদ মাহবুব, আত্তাব আলী, এসএম জলীল, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সহ-সভাপতি মোতাহার রুবেল, অধ্যাপক আমিনুল হক চুন্নু। সমিতির নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ খালেক।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক অধ্যাপক আবদুল কুদ্দুস বলেন, ছাতক সমিতির গুণীজন সম্মাননা ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের এ ধারা যেনো আগামীতেও অব্যাহত থাকে। এ জাতীয় উদ্যোগ শুধু ব্যক্তির মূল্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না , এর ইতিবাচক ও সৃষ্টিশীল প্রভাব একটি আলোকিত সমাজ গঠনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তোহেল আহমদ ও সহ-সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আহমেদ জামিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সমিতির সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান এবং স্বাগত বক্তব্য দেন অনুষ্ঠানের আহবায়ক জগদীশ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট আবদুস শহীদ, ছাতক সমিতির উপদেষ্টা দেলোয়ার হোসেন, নির্বাচন কমিশনার আবদুল আজিজ ও কাজী আবুল খায়ের, সহ-সভাপতি রইছ আলী, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জুসেফ চৌধুরী, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মান্না মুনতাসিব, জালালাবাদ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকীম, বাংলাদেশ সোসাইটি অব আমেরিকস্থর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, তারেক চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সমিতির সহ-সভাপতি ও ম্যাগাজিন সম্পাদক আশরাফ হাসানের সঞ্চালনায় গুণীজন সম্মাননা ও কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তি তুলে দেন প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। ছাতক সমিতির প্রকাশনা ম্যাগাজিন-হৃদয়ে ছাতক্কর মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি। মোনাজাত পরিচালনা করেন সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুণীজন, গ্রাজুয়েটদের সম্মাননা এওয়ার্ড ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় ছিলেন ছাতক সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক আবদুল বারী চপল, কোষাধ্যক্ষ শামীম উদ্দিন, অভিষেক অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব দিনারুল ইসলাম, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবদুল হালিম, ক্রিড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক শামীম আহমদ, প্রচার সম্পাদক মোস্তাক আহমদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক করফুল বেগম, শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাদী মোছাদ্দেকুল হক, দপ্তর সম্পাদক মিজান আলী, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক শেখ আল-রায়হান, সদস্য শুকুর আলী, আল আমীন চৌধুরী, রেদুয়ান হোসাইন, আলী মিলন। সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।







ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল **যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের** শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সম্প্রতি অভিবাসন নীতিতে কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটছে– এ ব্যাপারে এই বিভাগে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। অভিবাসন প্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের জন্য এই পরিবর্তনগুরোর ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকা জরুরী।

কথায় বলে, 'ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভবিও না'। যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন লাভ, যেন সোনার হরিণ। বহু বছর ধরে প্রতিক্ষা, শ্রম এবং হাজার হাজার ডলার ব্যয় করেও ঐ সোনার হরিণটি ধরা যায় না। দীর্ঘ প্রতিক্ষা, শ্রম আর কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করেও ঐ সোনার হরিণটি ধরতে পারেন তারাও আবেদনকারে মনোযোগী না হওয়ায় অনেকেই তা হারাতেও পারেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের সময় শুধু নয়, সকল অবস্থায়ও শুধু নয় সব সময়েই এদেশে আবেদনকালে সত্য তথ্য পরিবেশন করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যে তথ্যের ভিত্তিতে স্থায়ী আবাসন লাভের সময় শপথ নিতে হয়। যদি সঠিক তথ্য না দিয়ে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে আবাসনের সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু সঠিক তথ্য না দেয়ার কারণে সেই স্বপ্ন দুঃস্পপ্নে পরিণত হতে পারে। তাই সঠিক তথ্য প্রদান করা সকলেরই অবশ্যই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এক সময় দুই-একজন শপথ ভঙ্গের মত কাজ করেও পার পেয়ে গেলেও– সব সময় পার পেয়ে যাবেন এমনটা না ঘটার সম্ভাবনাই প্রবল। কতায় আছে– চোরের ৭ দিন আর সাধুর একদিন। বর্তমান অবস্থা এখন অনেকটাই তেমন। অনেকে আবেদন পত্রে সঠিক তথ্য দেন নাই যেমন– আপনি অবিবাহিত– দেশে আপনার সন্তানও নেই। এমন তথ্র গোপন করে অনেকেরই এখন গলায় ফাঁস বা স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আইনি জটিরতায় তাদের সোনার হরিণ গ্রিনকার্ড লাভ এবং সেই প্রক্রিয়ায় এদেশের নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ বন্ধনার মুখে পতিত হচ্ছে। আবার মনে করুন যারা ভিসা লাভের আবেদনে স্ত্রী-সন্তান কেউ নেই উল্লেখ করে ভিসা নিয়ে গ্রিনকার্ড লাভের আশায় আবেদনে স্ত্রী-সন্তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিংবা দেশে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে এদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য আবেদন করেছেন। কিন্তু তদন্তকালে ধরা পড়ল আপনার কাছে তখন স্বাভাবিকভাবে জানতে চাওয়া হবে কেন তখন গোপন করা হয়েছিলো কিংবা নির্যাতনের অসত্য তথ্য প্রদান করা হয়েছে তখন শুরু হয় জটিলতা।

অভিবাসন সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞজনেরা বলছেন– 'এখনকার অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক তথ্য প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক তথ্য প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এ্যাটর্নির সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভিসা বুলেটিনে দ্বৈত চার্টঃ

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ব্যাটাগরিতে পৃথক দুটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই চার্টটিকে চার্ট 'এ' বলা হয়। এই ক্যাটাগরিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আর দ্বিতীয় চার্টটি হচ্ছে– ন্যঅশনার ভিসা সেন্টারের সাক্ষাতকারের জন্য চূড়ান্তভাবে ফাইল করার লক্ষ্যে। এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট 'বি' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ।

চার্ট 'বি' ভিসা হচ্ছে ভিসা আবেদনের ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ইউএস ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতি মাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক অগ্রাধিকারের উভয় চার্টই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

প্রতি সপ্তহে এই বিভাগে ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে ভিসা বুলেটিনের দ্বৈত চার্ট প্রকাশ করা হয়।

ভিসা বুলেটিন এবং ভিসা বুলেটিনের দ্বৈত চার্ট আপনাদের জানাতে এই বিভাগে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

জুলাই ২০২৬ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুলাই ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে জুলাই ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো।

উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ ঐ তারিখের পূর্বে।

জুলাই ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে অতি অল্প অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস

প্রথম (এফ-১) ● ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৮।

দ্বিতীয় ● পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ ● (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ

জানুয়ারি ০১, ২০২৫।

বি ● (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের (২১ বছর বা উর্ধ বয়সী),

অবিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ নভেম্বর ২২, ২০১৭।

তৃতীয় ● (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা ঃ

এপ্রিল ১৫, ২০১২।

চতুর্থ ● (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন ঃ

জানুয়ারি ০১, ২০০৯।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সর্বশেষে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর আগে প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে আলোচনা করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

শেকড়ে জল দাও
হাফিজ রশিদ খান

তুমি ছিটাচ্ছ না কেন জড়ো করা পুষ্ট-পুষ্ট সোনাদানা
রাষ্ট্রবন্ধু, তুমি তো বিপুল আয়ে হয়েছ পেশিবহুল, টানাটানা

কেন চাও খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কেবলি তোমাকে সবিনয় করি
এ কেমন খাসলত তোমার ঔপনিবেশিকের মতো মাধুকরী

জানো তো মা ও বাবা, একমাত্র তাগড়া জোয়ান ভাই
শোণিতে-শোণিতে গড়ে গেছে এই দেশ-- সেই স্বপ্নটাই

এখনো আমার শুদ্ধতম অহংকার
এই মাটি আর কবিতার পক্ষে
ঝুঁকে থাকিবার

তবু বদনাম দেবো না তোমাকে
শুধু ফিরে চাও শেকড়ের দিকে, কাঁদছে এখানে বৃক্ষ জলহীন দুর্বিপাকে...

শিল্পিত পরিপক্কতায়
শাহীন ইবনে দিলওয়ার

রহস্য ভেদে অনীহা ভয়ঙ্কর সত্য জেনে
পৃথিবী আরেকটু বাসযোগ্য হবে সেই
নিশ্চয়তা দিলে নামা যেতো গভীর খন্দকে

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকে ঈশ্বর
যদি সহায় হোন জ্ঞাত হবে অকল্পনীয়
তিনি না চাইলে অলক্ষ্যে থাকুক নিষ্পত্তি

অন্য কাজে মনোনিবেশ হোক দেবরহস্যের
তল্লাটে যাবার বাঞ্ছা আত্মাহুতি দিক সোল্লাসে
কতোটা সময় নিয়েছে কেড়ে অসহায়ত্বে?

কুরে খাওয়া মগজ উৎসর্গ করুক যার
সান্নিধ্যে সুসময় প্রার্থিত ছিলো তাকেই
নাটকের পাত্র পাত্রী শিল্পিত পরিপক্কতায়।

কবিতার মুক্তি
শেলী সেনগুপ্তা

আমার ভেতরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে
অশান্ত শব্দরা,
বাসের যাত্রির মত
একে একে বের হতে চায়,
অথবা
নতুন শিশুর মতো পৃথিবীর আলো দেখার জন্য
সুতীব্র চিৎকারে শ্বাসরুদ্ধ করে

আমি কাঁপছি গর্ভযন্ত্রণায়...

এখন একটি কবিতা লিখবো
আকাশের বিস্তার যত বড়
তার মতো করে
শাপলা ডগার মতো জড়িয়ে থাকা
সংসার মাঝে দাঁড়িয়ে
একটি কবিতা লিখবো

লিখবো সেই শিশুটির জন্য যার দুধ জোটেনি
লিখবো সেই মেয়েটির জন্য চলন্ত বাসে যে নিগৃহ হলো,
লিখবো বৃহন্নলাটির জন্য যে রঙ মেখে দাঁড়িয়ে থাকে
রাস্তার মোড়ে-

সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি...
তীব্র আর্তনাদে,
যাতনা আর সৃষ্টির সমন্বয়ে
আজ আমি একটি কবিতা লিখবো...

বাদল দিনের- সর্প প্রেমে
জেবুন্নেছা জোৎস্না

কামিনীর বাসনায়- উদগ্র দুপুরে
হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি টুপুর- উইন্ড স্ক্রিনে
আমি শুনছিলাম রাজপথে জলের কলতান
দুর্বোধ্য সংলাপে তুমি গেয়েছিলে সুরেলা সংগীত-

তোমার পছন্দ ব্ল্যাক আমেরিকানো
বদলে যায় আমার ফেনিল এসপ্রেসোর সাথে।
বদল হলেও ভুল
বদলে যাওয়া নিতান্ত নিজস্ব থাকে।

জানি হবে না ফিরে আসা পরিত্যক্ত পথে
হবে না তোমার সাথে আর দেখা
স্টেকের শরীরে নাইফ যেমন, পরম চিয়ার্সে

হোক না সে ভালোবাসা একদিনের
বসফরাসের নীলজলের ঢেউয়ে
নিঃসঙ্গ রাজকন্যার মেইডেনস টাওয়ারে
রাত্রি একাকীত্ব ফসফরাসে জ্বলে-
বাদল দিনের সর্প প্রেমে- কেউ তখন আমায় বিঁধে

দুপুর
হাশিম কিয়াম

দুপুর শুধু একটা অনুভূতি নয়, নয় একটা ঝলমলে শব্দের হারানো সহোদর
বালিকা সকালের অবাধ্য সন্তান সে, কখনোই ঘরে ফিরবে না
সন্ধ্যা তাকে ডাকছে মায়াবী ইশারায়, জাপটে ধরে
উষ্ণতা কেড়ে নিতে বরফ ঠান্ডা রাত সাজুগুজু করে মালা জপছে
কিছু মুহূর্ত ছিনতাই হয়ে যায়, কিছু মুহূর্ত ছিনতাইকারী
আর কিছু মুহূর্ত শূন্যে ফ্যালফ্যাল চেয়ে থাকে
তুমি আসলে সেই দুপুর, যার স্মৃতিতে সকালের
রাঙা সহানুভূতি নেই, আছে শুধু রাতের ফসিলের নগ্ন কারসাজি
আর বুকের ভেতরের বিন্দুর পেরেক তোমার
পুরাতন ছবি টাঙানোর জন্য একটা নীল দেয়াল
খোঁজে, ছবির ভাষা অনুবাদ করে যদিও কেউ
তরজমা করবে না কোনো উড়নচণ্ডী দুপুরে...

চৈতের সন্ধ্যায়
মাহমুদ নোমান

নাভির গর্তের পাশে কেঁয়াড়ার আঁচড়
সিল্কের পাজামার ভেতরে টান
লাফিয়ে চলছে ধলিফড়িং
শান্ত পানার বিলে,
কদমে কদমে বাড়ছে সংসারী আঁধার;
বুকের কাঁটায় ফুটে আছে ভিঁফুল
দেবী গঙ্গার স্কন্ধে-
খোঁয়াড়ে ঢুকছে নাদুসনুদুস হাঁসা-হাঁসি
মেওলো আকাশে পরিযায়ি ফুলের সুবাস
উড়ে উড়ে চলে আয়ুরেখার কুয়াশা

ব্রঙ্কসে বর্ণিল উৎসবে বাকার ‘গোল্ডেন এজ বাংলা মেলা’





শেষ পৃষ্ঠার পর পদচারণায় মেলা প্রাঙ্গণ পরিণত হয় মিলনমেলায়।

সকাল থেকেই শিশু-কিশোরদের কলকাকলি, নারীদের জামদানি-শাড়ির রঙ আর তরুণদের পাঞ্জাবিতে সেজেছিল পুরো এলাকা। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত এবং বাকার থিম সং-এর সুরে সুর মিলিয়ে শত শত রঙিন বেলুন আকাশে উড়িয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ। এই আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু ও সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন এর সার্বিক পরিচালনায় এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল ও বিশিষ্ট উপস্থাপক আশরাফুল হাসান বুলবুল এর প্রাণবন্ত যৌথ উপস্থাপনায় উদ্বোধনী পর্বটি হয়ে ওঠে উৎসবমুখর।





উদ্বোধনী মঞ্চে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, রানু নেওয়াজ, যুক্তরাজ্য থেকে আগত নুকপ সংসদ যুক্তরাজ্যের সভাপতি জুবেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগানের সভাপতি জাবেদ চৌধুরী, ওয়ারেন সিটি ক্রাইম কমিশনার সুমন কবির, তাহমীদ চৌধুরী, ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড নাইনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এন মজুমদার, বিশিষ্ট রিয়েলেটর সেলিনা উদ্দিন, এনওয়াইপিডি লেফটেন্যান্ট বিলাল উদ্দিন, অবসরপ্রাপ্ত ডিটেকটিভ মাসুদ রহমান, সিপিএ আহাদ আলী, রিয়েলটর সালেহ উদ্দিন, ব্রোকার আকিব হোসেন, এডভোকেট রেজওয়ানা সেতু, সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, এবং সহ সভাপতি ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক মাকসুদা আহমেদ।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি লোকমান হোসেন লুকু, সহ সভাপতি ফয়সল আহমেদ, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, শাহ কামাল উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ রনি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং মেলা কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী সালমা সুমী, সাংগঠনিক সম্পাদক রায়হান জামান রানা, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক নজমুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক শাহ ইকবাল রাজু, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক আশিকুল হক, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক আলিমুল ইসলাম বান্টি, স্কুল শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ইসকন্দর আলী মিন্টু, দপ্তর সম্পাদক এমডি











ব্রঙ্কসে বর্ণিল উৎসবে বাকার ‘গোল্ডেন এজ বাংলা মেলা’





লুৎফুর রহমান, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি মায়া এনেজলিনা, কার্যকরী পরিষদের চৌধুরী মোমিত তানিম, জুবায়ের আহমেদ, মিথিলা শারমিন বাঁধন, **শেখ শাকিল হোসেন শিমুল**।

মেলায় কমিউনিটি ব্যাক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, জুনেদ চৌধুরী, মেরি জোবাইদা, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর রকিব মন্টু, বেলা ইসলাম, সিপিএ জাকির চৌধুরী, কাওসারুজ্জামান কয়েছ, রোমানা আহমেদ, খাইরুল ইসলাম পাখি, সৈয়দ এনাম আহমেদ, আব্দুর রব কাওসার, শেখ জামাল হোসেন, ইমরান শাহ রন, ফারমিস আকতার, জামাল আহমেদ, রিয়েলটর আজাদ, মাসুম আহমেদ, সোহান আহমেদ টুটুল, রেজা আব্দুল্লাহ, সাংবাদিক মিজানুর রহমান, এমদাদ দিপু, মোতাসিম বিল্লাহ তুষার, সিদ্দিকুর রহমান সুমন প্রমুখ।

মাটির টানে মন ভেজানো গান পরিবেশন করেন বাউল কালা মিয়া, রন্টি দাশ, রেশমী মির্জা, স্বপ্নীল সজিব, অনিক রাজ, এজাজ আহমেদ। তাদের সুরে দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। নৃত্যের ছন্দে মঞ্চ আলোকিত করেন নিউইয়র্কের উদীয়মান নৃত্যশিল্পী মায়া এনেজলিনা।





পুরো মেলা প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছিল বাংলাদেশের লেখক, কবি, সাধক ও মনীষীদের ছবি ও বাণী সম্বলিত বর্ণিল আবহ।

ফেস্টুনে, যা প্রবাসে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। স্টলে স্টলে পিঠা-পুলি, ফুচকা আর দেশীয় হস্তশিল্পের সমারোহে ছিল ঘরোয়া আবহ।

সমাপনী পর্বে সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল আগত দশ সহস্রাধিক দর্শক-শ্রোতা, স্পন্সর এবং সর্বস্তরের সহযোগীদের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তারা বলেন, সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়েও বাঙালিয়ানা যে নিরবধি, এই মেলাই তার প্রমাণ। সবার ভালোবাসায় বাকার এই সাংস্কৃতিক যাত্রা অব্যাহত থাকবে।







যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দিনে নাগরিকত্ব পেলেন ১৫০ জন, আছেন বাংলাদেশিও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করা হয়। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে অংশগ্রহণকারীরা একে একে শপথ গ্রহণ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন।

অনুষ্ঠানে দেশের নামগুলো একে একে ঘোষণা করা হলে উপস্থিত অভিবাসীরা দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নাম ঘোষণা করা হলে বাংলাদেশি আনিতা নওশীন দাঁড়িয়ে পড়েন এবং সেই মুহূর্তেই তিনি নতুন মার্কিন নাগরিকদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পান।

এপি-এর ফটো গ্যালারি ও কভারেজ অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশের মানুষ আনন্দ, আবেগ এবং গর্ব নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন গিনির নাগরিক ও মার্কিন মেরিন সার্জেন্ট ডিয়াকারিয়া সাঙ্গারে, যিনি সামরিক পোশাকে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বিশেষভাবে আলোচনায় আসেন।

ইতিহাসবিদ ডগলাস ব্র্যাডবার্ন বলেন, নতুন নাগরিকদের ব্যক্তিগত গল্প এখন থেকে আমেরিকার ইতিহাসের অংশ হয়ে যাবে, একই সঙ্গে আমেরিকার ইতিহাসও তাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জর্জ ওয়াশিংটনের চরিত্রে একজন পুনঃনির্মিত বক্তা নতুন নাগরিকদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য দেন।

সব মিলিয়ে এই নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক পরিচয়, অভিবাসীদের অবদান এবং স্বাধীনতার ২৫০ বছরের দীর্ঘ যাত্রার একটি গভীর ও আবেগঘন প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।

ব্রুকলিন গুলাগুলি পুলিশসহ আহত ১০

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এনওয়াইপিডি গোয়েন্দাসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। ক্রাউন হাইটসে এক সশস্ত্র সন্দেহভাজনের গুলিতে এক পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন। অন্যদিকে কোনি আইল্যান্ডে একটি পারিবারিক বারবিকিউ অনুষ্ঠানে বন্দুকধারীর এলোপাতাড়ি গুলিতে চার শিশুসহ আটজন গুলিবিদ্ধ হন।

সিবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোববার ভোর ৪টা ১৪ মিনিটের দিকে ক্রাউন হাইটসের নস্ট্র্যান্ড অ্যাভিনিউ ও সেন্ট জনস প্লেস এলাকায় একটি আনমার্কড পুলিশ গাড়িতে থাকা চার কর্মকর্তার কাছে এক সশস্ত্র ব্যক্তি এগিয়ে আসে। পরিস্থিতি স্পষ্ট না হলেও পুলিশ তাকে থামানোর চেষ্টা করলে গোলাগুলি শুরু হয়।

এনওয়াইপিডি কমিশনার জেসিকা টিশ জানান, ঘটনার কয়েক মিনিট আগে ওই সন্দেহভাজনকে সিসিটিভি ফুটেজে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে দেখা যায়। গোলাগুলিতে আনমার্কড পুলিশ গাড়ির সামনের ও পেছনের উইন্ডশিল্ডে গুলির চিহ্ন পাওয়া গেছে। পরে ধাওয়া করে রজার্স অ্যাভিনিউ ও ইউনিয়ন স্ট্রিট এলাকায় টেজার ব্যবহার করে ১৮ বছর বয়সী সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে একটি হ্যান্ডগানও উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় এনওয়াইপিডির সেক্স অফেন্ডার মনিটরিং ইউনিটের গোয়েন্দা কর্মকর্তা রবার্ট ক্যারল পিঠে গুলিবিদ্ধ হন। তবে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরা থাকায় তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং তার পিঠে আঘাত লাগে। আরও এক পুলিশ কর্মকর্তা মুখ ও কাঁধে আঘাত পান।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, গোয়েন্দা রবার্ট ক্যারল এবং ছুটির সপ্তাহান্তে দায়িত্ব পালন করা সব পুলিশ সদস্যের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, আরও ভয়াবহ পরিণতি এড়ানো সম্ভব হওয়ায় তারা স্বস্তি প্রকাশ করছেন।

এর কয়েক ঘণ্টা আগেই শনিবার রাত ১০টা ৩৫ মিনিটের দিকে ব্রুকলিনের কোনি আইল্যান্ডে একটি পারিবারিক বারবিকিউ অনুষ্ঠানে মুখোশধারী এক বন্দুকধারী অতর্কিতে গুলি চালায়। এতে চার শিশুসহ আটজন আহত হন।

পুলিশ জানায়, আহতদের মধ্যে ২১ বছর বয়সী এক নারী বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এছাড়া ৬ বছর বয়সী এক শিশু পেটে, ৭ বছর বয়সী এক শিশু দুই পায়ে, ১২ বছর বয়সী এক শিশু পায়ে এবং ১৪ বছর বয়সী আরেক কিশোর উরুতে গুলিবিদ্ধ হয়। অন্য আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল।

জেসিকা টিশ জানান, হামলার আগে কোনো ধরনের তর্ক-বিতর্ক বা সংঘর্ষের তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, একই এলাকায় সপ্তাহের শুরুতে একটি গ্যাং-সংশ্লিষ্ট হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। দুই ঘটনার মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হলেও এ ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, "নিউইয়র্কে এ ধরনের সহিংসতার কোনো স্থান নেই। আমরা এটি কোনোভাবেই মেনে নেব না এবং সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব, যাতে প্রতিটি উৎসব ও ছুটির দিন সবার জন্য নিরাপদ হয়।"

ম্যানহাটনে লিজিওনেয়ার্স রোগের প্রকোপ : আক্রান্ত বেড়ে ১৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৪টি নিশ্চিত সংক্রমণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে।

এর আগে কার্নেগি হিল ও ইয়র্কভিল এলাকায় ১০টি নিশ্চিত সংক্রমণের পর তদন্ত শুরু করা হয়েছিল। তবে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তদন্তের আওতা আপার ইস্ট সাইডের পাশাপাশি লেনক্স হিল এলাকাতেও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. অ্যালিস্টার এফ. মার্টিন এক বিবৃতিতে বলেন, শুরুতে মাত্র দুটি নিশ্চিত সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ার পরই স্বাস্থ্য বিভাগ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। তিনি জানান, আক্রান্তের উৎস শনাক্ত এবং নতুন সংক্রমণের তথ্য সংগ্রহে স্বাস্থ্য বিভাগের মহামারি বিশেষজ্ঞ, পানি বিশেষজ্ঞ ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীরা ছুটির মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, এখনো পর্যন্ত সংক্রমণের নির্দিষ্ট উৎস শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন তথ্য পাওয়া গেলে জনসাধারণকে জানানো হবে।

গত সপ্তাহেই স্বাস্থ্য বিভাগ নিশ্চিত করেছিল, ম্যানহাটনের ইস্ট ভিলেজের একটি ভবনের পানির ব্যবস্থায় লিজিওনেলা ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হারলেমের একটি আবাসিক ভবনেও একই ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত হয়েছিল, যেখানে অন্তত দুইজন লিজিওনেয়ার্স রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, লিজিওনেয়ার্স রোগ হলো লিজিওনেলা ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া গুরুতর ধরনের নিউমোনিয়া। সাধারণত কুলিং টাওয়ার, হট টাব, ফোয়ারা বা পানির সূক্ষ্ম কণার মাধ্যমে এই ব্যাকটেরিয়া বাতাসে ছড়িয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

তবে স্বাস্থ্য বিভাগ স্পষ্ট করেছে, এই রোগ একজন থেকে আরেকজনে ছড়ায় না। এছাড়া পানি পান করা, রান্নার কাজে পানি ব্যবহার করা বা সাধারণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই।

কর্তৃপক্ষ আপার ইস্ট সাইডের বাসিন্দাদের জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট বা নিউমোনিয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকায় পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।







অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR

Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা ৭ দিন খোলা We are open 7 days

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং প্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :

SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher

MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:

Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on

K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেতনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (ভুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা যে কোন স্থানে ব্যবসা শুরুসহ বিনিয়োগ ভাতায় Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারও ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিশ্বের যেকোন প্রান্তে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অত্যন্ত আমানত সহ পারস্পরিক করতে পারেন।

দেশে কোন জোলপনীয় মালিক/পরিচালক দ্বারা আপনি ও আপনার পরিবার ব্যবসার সুবিধা নিয়ে পারেন এবং তাঁদের পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার ক্রিমেল এস্টেট ক্লোজিং, পার্টনারশিপ ইনকর্পো, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

নিউইয়র্কে গাজীপুর সোসাইটির বনভোজনে মিলনমেলা

শেষ পৃষ্ঠার পর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা তমিজ উদ্দিন আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আশা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান এবং এশা রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী।

পিকনিক কমিটিতে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মোমেন সরকার ও সাধারণ সম্পাদক এস আনোয়ার ইবনে আলী। আয়োজনের আহ্বায়ক ছিলেন চাঁদ মিয়া এবং সদস্য সচিব মো. আসাদুজ্জামান (ভূইয়া শাহীন)। সহযোগিতায় ছিলেন আসাদুজ্জামান বকসি এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মো. জহিরুল হক।

অনুষ্ঠানের গ্র্যান্ড স্পনসর ছিল আশা গ্রুপ। এছাড়া নাইম এস আহমেদ, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরীসহ আরও অনেকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জালাল উদ্দিন আহমদ, ওয়াদুদ ভূইয়া, কামরুজ্জামান, ফরিদ আহমেদ, শাহীন, বিপ্লব, রশিদ, কবির, কুষ্টিয়া জেলা সমিতির সভাপতি জালাল উদ্দিন এবং আব্দুর রাজ্জাক।

বনভোজনে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাজীপুর সোসাইটির সভাপতি মোমেন সরকার বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমন একটি সুন্দর আয়োজন সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে সদস্যদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে আরও বড় পরিসরে এ ধরনের আয়োজন করা হবে।

প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা তমিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশি ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হবে। বিশেষ অতিথি ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান বলেন, প্রবাসে অবস্থান করেও গাজীপুরবাসী ও দেশের অসহায় মানুষের পাশে থাকতে তারা সবসময় কাজ করবেন। আশা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ও বিপদগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।



দিনব্যাপী আয়োজনে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী প্রবাসীরা অংশ নেন। ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন খেলাধুলা, পুরস্কার বিতরণ এবং আকর্ষণীয় -ইফেল ড্র। সংগীত পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব, মরিয়ম মরিয়া, অর্ণব, শান্তনু, মনির ও দাউদ।

কোলাহলমুক্ত পরিবেশে দিনভর আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন অংশগ্রহণকারীরা। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদারের পাশাপাশি বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তারা।



PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

লং আইল্যান্ডে আতশবাজিতে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির

শেষ পৃষ্ঠার পর

৩৭ বছর বয়সী গ্যাব্রিয়েল রুইজ-উরেস্তো নিহত হন।

সাফোক কাউন্টি পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার রাত প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে নিজ বাড়ির পেছনের আঙিনায় একটি আতশবাজিতে আগুন দিচ্ছিলেন তিনি। এ সময় আতশবাজিটি অপ্রত্যাশিতভাবে বিস্ফোরিত হয়ে সরাসরি তার মাথায় আঘাত করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। জরুরি সেবাকর্মীরা পৌঁছে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর সাফোক কাউন্টি পুলিশের গোয়েন্দারা তদন্ত শুরু করেছেন। ঠিক কী কারণে আতশবাজিটি বিস্ফোরিত হয়ে তার মাথায় আঘাত করল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ এ ঘটনায় কোনো তথ্য থাকলে সাফোক কাউন্টি পুলিশ হোমিসাইড স্কোয়াডে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে।

প্রাথমিকভাবে এ ঘটনায় অন্য কেউ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষ বলছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা দিবসে আতশবাজি ব্যবহারের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়ে কর্তৃপক্ষ বলেছে, সামান্য অসাবধানতাও প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

খরচের চাপ বাড়তে পারে নিউইয়র্কের করদাতাদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিবর্তনের কারণে শুধু নিউইয়র্ক সিটিতেই প্রায় ১১ কোটি ডলার অতিরিক্ত খরচের বোঝা পড়তে পারে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওয়ান বিগ বিউটিফুল অ্যাক্ট এর আওতায় স্ন্যাপ কর্মসূচির প্রশাসনিক খরচে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে ফেডারেল সরকার স্ন্যাপে এর প্রশাসনিক ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বহন করলেও আগামী অক্টোবরে তা কমে ২৫ শতাংশে নেমে আসবে।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসোসিয়েশন অব কাউন্টিস এর হিসাব অনুযায়ী, এই পরিবর্তনের ফলে পুরো নিউইয়র্কে স্থানীয়ভাবে প্রায় ১৬০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অতিরিক্ত ব্যয় তৈরি হবে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক সিটির একার ওপর প্রায় ১১০.৮ মিলিয়ন ডলার চাপ পড়তে পারে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এরি কাউন্টির অতিরিক্ত ব্যয় দাঁড়াতে পারে প্রায় ৩.৮৪ মিলিয়ন ডলার এবং মনরো কাউন্টিতে ৩ মিলিয়নেরও বেশি। ছোট কাউন্টিগুলোর ওপরও এর প্রভাব পড়বে, যেমন গ্রিন কাউন্টিতে অন্তত ২৫০,০০০ ডলার অতিরিক্ত খরচের চাপ তৈরি হতে পারে।

কাউন্টি প্রশাসকরা বলছেন, বাজেট সীমার কারণে এই অতিরিক্ত ব্যয় সামাল দেওয়া কঠিন হবে। গ্রিন কাউন্টির প্রশাসক শন গ্রোডেন জানান, নতুন স্ন্যাপ ব্যয়ের কারণে তাদের বাজেট নমনীয়তার অর্ধেকের বেশি কমে যেতে পারে।

নতুন নীতির আরেকটি বড় প্রভাব হলো পেমেন্ট ইরোর রেট এর ভিত্তিতে রাজ্যগুলোর ওপর আর্থিক জরিমানা আরোপ। নিউইয়র্কের ক্ষেত্রে এই হার ১৩.১ শতাংশ হওয়ায় প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত জরিমানার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ইরোর রেট সবসময় জালিয়াতি নয়; অনেক ক্ষেত্রে এটি আয়ের তথ্য বা প্রশাসনিক ভুলের কারণে হতে পারে।

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসোসিয়েশন অব কাউন্টিস কংগ্রেসের নেতাদের কাছে এই পরিবর্তন বাস্তবায়নে অন্তত দুই বছরের স্থগিতাদেশ দাবি করেছে, যাতে স্থানীয় সরকারগুলো প্রস্তুতি নিতে পারে। একই ধরনের পদক্ষেপ ইতিমধ্যে কিছু অন্যান্য রাজ্যে নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, সামাজিক সহায়তা সংস্থাগুলো সতর্ক করেছে যে প্রশাসনিক অর্থ কমে গেলে স্ন্যাপ সুবিধা পাওয়া মানুষের জন্য সহায়তা পাওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়বে, যা খাদ্য নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে।

সদস্য নিবন্ধনে বাংলাদেশ সোসাইটির আয় ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার

শেষ পৃষ্ঠার পর

সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। এদিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার মাধ্যমে সোসাইটির আয় হয়েছে ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার।

এদিকে সোসাইটির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাব্বী সৈয়দ নিজে নিজে সদস্য না হওয়ায় প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অপরদিকে সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো রেকর্ড সদস্য নিবন্ধিত হওয়ায় সোসাইটির নির্বাহী কমিটি এবং বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ-এর পক্ষ থেকে কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে।

আগামী অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সোসাইটির ত্রি-বার্ষিক (২০২৭-২০২৯) নির্বাচনের সম্ভব্য সময় ধরে উল্লেখিত সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলে। এজন্য গত কয়েক মাস ধরেই কমিউনিটিতে সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলছিলো। নিবন্ধিত সদস্যরাই আগামী নির্বাচনে ভোটার হিসেবে গন্য হবেন এবং ভোট দিতে পারবেন। তবে একজনের সদস্য আরেক করে দেয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে কমিউনিটিতে সমালোচনা ও প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। সচেতন প্রবাসীদের অভিমত 'যারা সোসাইটির সদস্য/ভোটার হতে আগ্রহী তারা যেন নিজ দায়িত্বেই নিজ অর্থে (সদস্য ফি/চাঁদা) সদস্য হউন'। কিন্তু সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে প্যানেল প্রক্রিয়ার কারণে অতীতের মতো এবারও দুই প্যানেলে পক্ষ থেকে সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন। ইতিমধ্যেই আবু নাসের-কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে সোসাইটির নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশন প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হাতে পেলেই নির্বাচনী তফসিলসহ পরবর্তী আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করবে।

এদিকে নিরাপত্তা (সিকিউরিটি) কর্মীদের উপস্থিতিতে সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ার আয়োজন করা হলেও বিভিন্ন ইস্যুতে সোসাইটি অফিসে এক পর্যায়ে হট্টগোল ও বাক-বিতন্ডার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সোসাইটির কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। এদিন ৩৩,৫৬৪ জন সদস্য নিবন্ধনের মধ্যে 'কুনু-ফিরোজ' প্যানেলের পক্ষ থেকে ১৭,৩৭০ সদস্য নিবন্ধন/ভোটার হওয়ার দাবী করা হয়েছে। অপরদিকে 'সেলিম-আলী' প্যানেল থেকে ২৩ হাজারের মতো সদস্য নিবন্ধন করার দাবী করা হয়েছে। বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও ৬টার পর যার সোসাইটি অফিসে অবস্থান করেন তাদের কাছ থেকে সদস্য নিবন্ধন করা হয়। ফলে মধ্যরাত পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলে।

সোসাইটির সদস্য/ভোটার আবেদন জমা দেওয়ার সময় সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়া, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদসহ সোসাইটির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, নির্বাচন কমিশনের সদস্য এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

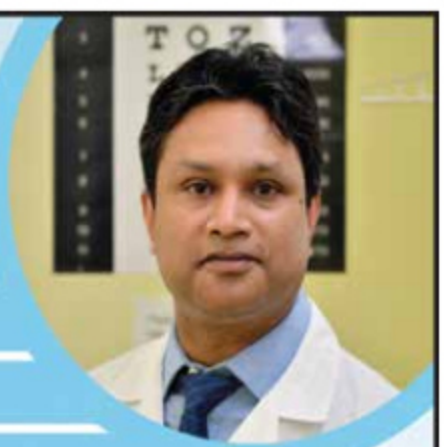
নির্বাচনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, এখন জমা পড়া সব আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, সদস্যপদ ফি মিলিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। এ প্রক্রিয়া শেষ হতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। আর চূড়ান্ত গণনা শেষে সদস্য/ভোটারের হিসাব একটু রদবদল হতে পারে।

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়সঃ ২৭, উচ্চতাঃ ৫'৮", কমপ্লেক্সশনঃ উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পূর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement
Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500
Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দূরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড হারে বাড়ির দাম কমছে

শেষ পৃষ্ঠায় পর পেমেন্ট দিয়ে এবং গড় ৬.৪৯ শতাংশ সুদের হারে কিনলে মাসিক মর্টগেজ কিস্তি হবে প্রায় ২,১৭২ ডলার। তুলনায়, ২০২৫ সালের জুনে একই ধরনের বাড়ি কিনলে মাসে প্রায় ১৩২ ডলার বেশি পরিশোধ করতে হতো।

অঞ্চলভেদে সবচেয়ে বেশি দাম কমেছে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে, যেখানে বাড়ির তালিকাভুক্ত মূল্য এক বছরে ৪ শতাংশ কমেছে। দক্ষিণাঞ্চলে কমেছে ২.৫ শতাংশ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১ শতাংশ। তবে মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে বাড়ির দাম প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, জুন মাসে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত একটি বাড়ি গড়ে ৫৩ দিন বাজারে ছিল, যা গত বছরের একই সময়ের সমান। দুই বছরের বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো বাজারে বাড়ি বিক্রির গড় সময় আর বাড়েনি।

রিয়েলটর ডটকম এর জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ জেক ক্রিমেল বলেন, কয়েক মাস আগেও এমন পরিস্থিতি নিশ্চিত ছিল না। তবে জুন মাসের তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বাজার ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে।

যদিও বাড়ির দাম কমছে, তবুও আবাসন এখনো অনেক ক্রেতার নাগালের বাইরে। কারণ ৩০ বছরের নির্দিষ্ট সুদের গৃহঋণের বা ফিক্সড মর্টগেজের গড় হার এখনো ৬.৪৩ শতাংশ, যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এছাড়া মহামারির আগে যে দামে বাড়ি বিক্রি হতো, বর্তমান মূল্য এখনো তার চেয়ে অনেক ওপরে রয়েছে।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সম্প্রতি সুদের হার অপরিবর্তিত রাখায় মর্টগেজ সুদ আরও বাড়ার আশঙ্কা কমেছে। একই সঙ্গে বিক্রেতারাও এখন বাস্তবসম্মত দামে বাড়ি বাজারে তুলছেন, ফলে ক্রেতারা আবারও আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন।

জুন মাসে পেন্ডিং হোম সেলস বা চুক্তিবদ্ধ বিক্রির সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৩.৭ শতাংশ বেড়েছে, যা টানা সপ্তম মাসের প্রবৃদ্ধি। একই সময়ে বাজার থেকে বাড়ির তালিকা প্রত্যাহারের হার প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে, যা বিক্রেতাদের মূল্য সমন্বয়ের প্রবণতা বাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

রিয়েলটর ডটকম এর প্রধান অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল হেল বলেন, বিক্রেতারা এখন বাজারের বাস্তবতা বুঝে শুরু থেকেই প্রতিযোগিতামূলক দামে বাড়ি তালিকাভুক্ত করছেন। অন্যদিকে ক্রেতারাও সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রস্তাব দিচ্ছেন। তার মতে, এটি প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজার ধীরে ধীরে আবার একটি স্বাভাবিক ও কার্যকর বাজারে পরিণত হচ্ছে।

৮০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন : বন্যার সতর্কতা

শেষ পৃষ্ঠায় পর লং আইল্যান্ড, ওয়েস্টচেস্টার এবং উত্তর নিউ জার্সিজুড়ে বন্যা সতর্কতা কার্যকর থাকবে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, এসব এলাকায় ২ থেকে ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। কোথাও কোথাও ৪ ইঞ্চি বা তারও বেশি বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আবহাওয়াবিদদের মতে, রোববার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত দফায় দফায় বজ্রঝড়, প্রবল দমকা হাওয়া এবং ভারী বর্ষণ হতে পারে। এতে সড়ক, আন্ডারপাস, নিম্নাঞ্চল এবং বেসমেন্ট দ্রুত প্লাবিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রোববার উত্তর নিউ জার্সিতে আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সোমবার নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং ওয়েস্টচেস্টার এলাকায় অতিবৃষ্টিজনিত বন্যার উচ্চ ঝুঁকি থাকবে।

এরই মধ্যে গত কয়েক দিনের তীব্র তাপপ্রবাহের পর সৃষ্ট শক্তিশালী বজ্রঝড়ে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

রোববার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে মোট ৮০ হাজারের বেশি গ্রাহক এখনো বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছেন।

বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর হিসাবে, জেসিপি অ্যান্ড এল-এর ৫৪ হাজার ২২৭ জন, পিএসই অ্যান্ড জি নিউ জার্সি-এর ১১ হাজার ৬৯০ জন, পিএসই অ্যান্ড জি লং আইল্যান্ড-এর ৬ হাজার ৫২১ জন এবং কন এডিসন-এর ৭ হাজার ১২৪ জন গ্রাহক এখনো বিদ্যুৎ ফিরে পাননি।

বিশেষ করে নিউ জার্সিতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয়েছে। প্যারামাস এলাকায় বহু গাছ উপড়ে পড়েছে এবং বিদ্যুতের খুঁটি ও তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনেক এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

এদিকে বিদ্যুতের ওপর চাপ কমাতে কন এডিসন নিউইয়র্ক সিটির কয়েকটি এলাকায় আবারও প্রায় ৮ শতাংশ বিদ্যুৎ ভোল্টেজ কমিয়েছে। একই সঙ্গে গ্রাহকদের অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই পদক্ষেপের আওতায় ব্রুকলিন ও কুইন্সের প্রায় ১ লাখ ৪৮ হাজার গ্রাহক রয়েছেন।

অন্যদিকে সম্ভাব্য ঝড় ও ভারী বৃষ্টির কথা বিবেচনায় নিয়ে লং আইল্যান্ডের হেম্পস্টেড টাউন কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, যেসব এলাকায় ইতোমধ্যে মাটি পানিতে স্যাচুরেটেড হয়ে আছে, সেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত খুব দ্রুত আকস্মিক বন্যার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। তাই অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়িয়ে চলা, প্লাবিত সড়কে গাড়ি না চালানো এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে, তীব্র তাপপ্রবাহের পর এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে ভারী বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যা। তাই বাসিন্দাদের আবহাওয়ার সর্বশেষ সতর্কতা নিয়মিত অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কোভিড ট্যাক্স রিফান্ড

শেষ পৃষ্ঠায় পর (Form 843) ব্যবহার করে রিফান্ড বা অ্যাবেটমেন্টের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

আইআরএস বলছে, বিষয়টি লক্ষ লক্ষ করদাতাকে প্রভাবিত করতে পারে, তাই যোগ্যরা দ্রুত তাদের ট্যাক্স রেকর্ড যাচাই করে আবেদন করা উচিত।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মিরসরাই এসোসিয়েশনের বনভোজন





শেষ পৃষ্ঠার পর

মিরসরাইবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি তাদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। পাশাপাশি অতিথি হিসেবে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যোগদান আয়োজকদের উৎসাহিত করে। অনুষ্ঠানের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের ১০০ মিটার দৌড় ও বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, বড়দের দৌড়, বল থ্রো আর মহিলাদের সুই-সুতা ও পিলো থ্রো প্রতিযোগিতা, মধ্যাহ্ন ভোজ, র‍্যাফল ড্র আর পুরস্কার বিতরনী।

এসোসিয়েশনের বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি আবু তাহের, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী আশরাফ হোসেন, লুৎফুল করীম ও নিখিল বাবু। দুপুরে আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নিয়ে এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বনভোজন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর চলতে থাকা আড্ডা আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। অপরাহ্নে মধ্যাহ্ন ভোজের পর অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের আকর্ষনীয় সুই-সুতা ও পিলো থ্রো প্রতিযোগিতা, র‍্যাফল ড্র আর পুরস্কার বিতরণী। পিলো থ্রোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগিদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার ছাড়াও সবার জন্য ছিলো অংশগ্রহণকারীর পুরস্কার। খেলাধুলা পরিচালনা করেন সেলিম, নজরুল চৌধুরী ও রেমান।



অনুষ্ঠানে বক্তারা মিরসরাই এসোসিয়েশনের এবারের বনভোজন-কে একটি সফল অনুষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যোগ্য নেতৃত্বের কারনেই ভালো বনভোজন উপহার দেয়া সম্ভব হয়েছে এবং আগামী দিনে সংগঠনটি আরো এগিয়ে যাবে। বক্তারা বলেন, এমন আয়োজনে প্রবাসে সকল অঞ্চলের মানুষের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির লালন ও বিকাশে গুরুত্ব বহন করে।

বিকেলের ঝাল-মুড়ি আর চায়ের আড্ডার সাথে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাসরিন খন্দকার।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হানিফ চৌধুরী ও কাউসার চৌধুরী। এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু তাহের মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি আর সংগঠনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। র‍্যাফল ড্র'র আকর্ষণীয় ১০টি পুরস্কারের মধ্যে প্রথম পুরস্কার নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক বিমানের টিকিট জিতে নেন মোহাম্মদ নূরুদ্দীন (সৌজন্যে: মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ), দ্বিতীয় পুরস্কার ৬৫ ইঞ্চি টিভি জিতে নেন ফখরুদ্দীন ভূইয়া।

মিরসরাই এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজিনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন মোহাম্মদ শেখ ফরহাদ সিপিএ, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, আরমান চৌধুরী সিপিএ, ডা. এনামুল হক সবুর, ডা. হাসনাত, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল হামিদ, আবু তাহের ভূইয়া প্রমুখ সহ টিডিএস ইন্স্যুরেন্স।

এবারের বনভোজন সফর করতে গঠিত কমিটির কর্মকর্তারা ছিলেন আহ্বায়ক মেজবা উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতানা আক্তার লাকি, সদস্য সচিব মাঈন উদ্দিন খন্দকার, যুগ্ম সদস্য সচিব জি এম মোর্শেদ, সহযোগি সদস্য ছিলেন ফখরুদ্দীন ভূইয়া, সাজেদা বেগম সাজু, পূরবী জান্নান, নজরুল ইসলাম, হায়দার টিপু, নুরুছাপা পূর্নিমা, দিদারুল আলম, মোহাম্মদ আলী শাওন, হামিদা প্রীথা, নুর নবী চৌধুরী, উৎপল শর্মা, পল্লব রায় ও সামিউল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সেলিম ও কাউসার চৌধুরী।



নিউইয়র্কে ঢাবির ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নির্মিত একটি ভিডিও প্রদর্শন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিল সম্মাননা প্রদান, স্মৃতিচারণ, মুক্ত আলোচনা, ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা এবং দলীয় আলোকচিত্র ধারণ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "শুভ জন্মদিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এখন সময় শুধু স্মৃতিচারণের নয়, অবদান রাখার।" তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান শিক্ষার্থী এবং সমাজের উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি প্রবাসী অ্যালামনাইদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।



ভিডিও বার্তায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে। গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আধুনিক একাডেমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে-বিদেশে অবস্থানরত অ্যালামনাইরা গবেষণা, বৃত্তি, মেন্টরশিপ, আন্তর্জাতিক সংযোগ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল দুই কৃতী প্রাক্তন শিক্ষার্থীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান।

সম্মাননা গ্রহণ করেন প্রফেসর মহসিন পাটোয়ারী, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি এবং কানাডার ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক এর মেডগার এভার্স কলেজে জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি শিক্ষার্থী গবেষণা সহায়তার চারটি বহুমিলিয়ন ডলারের প্রকল্প পরিচালনা করছেন।

দীর্ঘ ৫০ বছরের শিক্ষকতা ও গবেষণা জীবনে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান, শত শত শিক্ষার্থী ও গবেষকের তত্ত্বাবধান এবং ১৫ বছর বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ৪৩টি গবেষণা প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি একাধিক পাঠ্যপুস্তক ও গ্রন্থের অধ্যায় রচনা করেছেন এবং ৫০ লাখ ডলারেরও বেশি গবেষণা ও গবেষণাগার উন্নয়নের অনুদান অর্জন করেছেন।

সম্মাননা গ্রহণের পর বক্তব্যে প্রফেসর পাটোয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ঈটঘণ-তে অধ্যাপক ও প্রশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ পথচলার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শুধু শিক্ষা নয়, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছে। তিনি নতুন প্রজন্মকে গবেষণা, উদ্ভাবন ও জ্ঞানচর্চায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় সম্মাননা লাভ করেন মোহাম্মদ নাসির সিকদার, যিনি আইবিএমের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, লাইফস্টাইল কোচ এবং 'অবসিটি ফ্রি ওয়ার্ল্ড' উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা। ২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা নাসির সিকদার দীর্ঘদিন ধরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা, জীবনধারা পরিবর্তন এবং স্থূলতা প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছেন।

একজন আন্তর্জাতিক সহনশীলতা ক্রীড়াবিদ হিসেবে তিনি ৩৯টি ম্যারাথন, ১০টি আল্ট্রাম্যারাথন এবং ২০৪টি হাফ ম্যারাথন সম্পন্ন করেছেন। গত ছয় বছরে তিনি ১০ হাজার মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করেছেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, ছোট ছোট স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই একজন মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে এবং একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারে।

মুক্ত আলোচনা ও স্মৃতিচারণ পর্বে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাঁদের ছাত্রজীবনের নানা স্মৃতি এবং কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। নাসির আলী খান তাঁর বক্তব্যে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে তাঁর নাম সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেন, প্রবাসে থেকেও দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা প্রতিটি অ্যালামনাইয়ের দায়িত্ব।

আয়োজক কমিটিতে ছিলেন স্বপন দাস, জহিরুল হক, মো. ইশতিয়াক উদ্দিন, কাজী জে. ইসলাম, মো. আশরাফুল আলম, দেলোয়ার মানিক, শেখ জিন্নাহ, এম. বদিউজ্জামান, মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মোহাম্মদ নাসির সিকদার, দীনা গুলশান, মহসিন পাটোয়ারী, মোহাম্মদ কাদের, মোহাম্মদ এইচ. খান, ইউসুফ আলী, সাইফুল ভূঁইয়া, জাসির কবির, সাজল রোশন, এমডি. পারভেজ সাজ্জাদ, এমএসটি. ওয়াহিদা শামসুন, দিলরুবা আয়েশা, শামিন আল আমিন এবং এমডি. আলমাসুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয় এবং উপস্থিত সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থী স্মৃতিবিজড়িত আলোকচিত্রে অংশ নেন। প্রাণবন্ত এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রবাসে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা তাঁদের প্রিয় বিদ্যাপীঠের গৌরবময় ঐতিহ্যকে স্মরণ করেন এবং শিক্ষা, গবেষণা, সমাজসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika
পথচলায় ৩ বছর
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ৪১ : সোমবার, জুলাই ০৬, ২০২৬
আষাঢ় ২২, ১৪৩৩, মহররম ২০, ১৪৪৮
Vol. 30 : Issue 41 : July 06, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

ব্রঙ্কসে বর্ণিল উৎসবে বাকার 'গোল্ডেন এজ বাংলা মেলা'

নিউইয়র্ক : লাল-সবুজের পতাকা, ঢাকের বোল, বাউলের একতারা আর প্রবাসী প্রাণের উচ্ছ্বাসে রবিবার ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার যেন হয়ে উঠেছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা) আয়োজিত একাদশ গোল্ডেন এজ বাংলা মেলা গত ২৮ জুন, রবিবার, দিনব্যাপী বর্ণিল আয়োজনে সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষের ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্ন্যাপের নতুন নীতিতে

খরচের চাপ বাড়তে পারে নিউইয়র্কের করদাতাদের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি স্ন্যাপ বা ফুডস্টাম্পে এ নতুন পরিবর্তনের ফলে নিউইয়র্কে স্থানীয় করদাতাদের ওপর বড় ধরনের আর্থিক চাপ তৈরি হতে যাচ্ছে। নতুন ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক-নিউ জার্সিতে

৮০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎহীন : বন্যার সতর্কতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: তীব্র তাপপ্রবাহের পর এবার ভারী বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও বজ্রঝড়ের নতুন হুমকির মুখে পড়েছে নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি ও লং আইল্যান্ড। এ অবস্থায় পুরো নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড, ওয়েস্টচেস্টার ও উত্তর নিউ জার্সিতে বন্যা সতর্কতা জারি করেছে জাতীয় আবহাওয়া সংস্থা। একই সময়ে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কারণে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে এখনো ৮০ হাজারেরও বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন রয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, রোববার বিকেল থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটি, ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



সদস্য নিবন্ধনে বাংলাদেশ সোসাইটির আয় ৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার

রেকর্ড ভোটার ৩৫,৩২১ জন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক'র আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সবমিলিয়ে প্রাথমিক তথ্যে এবার রেকর্ড সংখ্যক ৩৫,৩২১ জন নিবন্ধিত হয়েছেন। এর মধ্যে আজীবন সদস্য ১,০২৬ জন, সাধারণ সদস্য ৩৪,২৯৫ জন। সোসাইটির সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিয়ে নানা সমালোচনার মধ্যেই উৎসবমুখর পরিবেশে এই সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলো। ৩০ জুন (মঙ্গলবার) ছিলো সদস্য/ভোটার নিবন্ধনের শেষ দিন। এদিন সোসাইটি অফিসে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে সদস্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষ হয়। বিশেষ করে সোসাইটির আগামী নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বি দুই প্যানেল 'সেলিম-আলী' ও 'কুনু-ফিরোজ'-এর সমর্থকরাও এই ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

কোভিড ট্যাক্স রিফান্ড দাবি করার শেষ সময় ১০ জুলাই

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: কোভিড-১৯ সময়কালে অতিরিক্ত জরিমানা বা সুদ কাটা হয়ে থাকলে অনেক করদাতা এখনো আইআরএস থেকে টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তবে এই দাবি করার সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস) জানিয়েছে, কোভিড-সংক্রান্ত ট্যাক্স রিফান্ড বা জরিমানা মওকুফের আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় ১০ জুলাই ২০২৬। আদালতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোভিডকালীন ডেডলাইন গণনায় পরিবর্তন আসায় অনেক করদাতার ওপর আরোপিত জরিমানা বা সুদ ভুলভাবে কাটা হয়ে থাকতে পারে।

এই কারণে ২০২০ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে যাদের দেরিতে ফাইলিং বা পেমেন্টের কারণে জরিমানা হয়েছে, তারা ফর্ম ৮৪৩ ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড হারে বাড়ির দাম কমছে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন বাজারে দীর্ঘদিনের উচ্চমূল্যের ধারা বদলাতে শুরু করেছে। জুন মাসে দেশজুড়ে বাড়ির মধ্যম তালিকাভুক্ত মূল্য বা মেডিয়ান লিস্টিং প্রাইজ বছরে ২.৫ শতাংশ কমে ৪ লাখ ৩০ হাজার ডলারে নেমে এসেছে, যা অন্তত গত নয় বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় বার্ষিক মূল্যহ্রাস। আবাসনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান রিয়েলটর ডটকম এর এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে।

রিয়েলটর ডটকম এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এটি টানা অষ্টম মাস, যখন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ির তালিকাভুক্ত মূল্য আগের বছরের তুলনায় কমেছে। ২০১৭ সালে তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর থেকে এত বড় বার্ষিক মূল্যহ্রাস আগে দেখা যায়নি।

রিয়েলটর ডটকম এর হিসাবে, বর্তমানে ৪ লাখ ৩০ হাজার ডলার মূল্যের একটি বাড়ি ২০ শতাংশ ডাউন ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



নিউইয়র্কে গাজীপুর সোসাইটির বনভোজনে মিলনমেলা

জলি আহমেদ : নিউইয়র্কে গাজীপুর সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক-এর উদ্যোগে বর্ণাঢ্য বনভোজন ও মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ জুন নিউইয়র্কের অদূরে লং আইল্যান্ডের মনোরম হেকশেয়ার স্টেট পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে গাজীপুরসহ বিভিন্ন জেলার বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশ নেন। ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে ঢাবির ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের সেভ দ্য পিপল অডিটোরিয়ামে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিভিন্ন প্রজন্মের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও অতিথিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ মিলনমেলার সার্বিক আয়োজন ও সঞ্চালনা করেন ঢাকা ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় মিরসরাই এসোসিয়েশনের বনভোজন

নিউইয়র্ক: চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন মিরসরাই এসোসিয়েশন ইউএসএ-এনএ'র বার্ষিক বনভোজন বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। চমৎকার আবহাওয়ায় প্রকৃতি ঘেরা নিউইয়র্কের বেথপেজ স্টেট পার্কে গত ২০ জুন শনিবার দিনব্যাপী এই বনভোজনের কর্মকান্ড চলে। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বস্তরের দুই শতাধিক প্রবাসী ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে ছাতক সমিতির নতুন কমিটির অভিষেক

গুণীজন সম্মাননা ও কৃতি শিক্ষার্থী বৃত্তি প্রদান

আশরাফ হাসান: ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস এর প্রেস মিনিস্টার, গোলাম মোর্তোজা বলেছেন, দীর্ঘ নির্যাতন-নিপীড়নের পর গণতান্ত্রিক উত্তরণের সাথে সাথে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতাও কম নয়। একটি সুন্দর সমাজ নির্মাণে সৃষ্টিশীলতা ও মানবকল্যাণের কোনো বিকল্প নেই। শিল্পনগরী খ্যাত ছাতক অঞ্চল বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যভূমি। প্রবাসী ছাতকবাসীর নানাবিধ কল্যাণে ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

লং আইল্যান্ডে আতশবাজিতে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হলো শোকে। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে বাড়ির আঙিনায় আতশবাজি ফোটানোর সময় বিস্ফোরণে মাথায় আঘাত পেয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সাফোক কাউন্টি পুলিশ।

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সেন্ট্রাল আইসলিপ এলাকায় স্বাধীনতা দিবসের (৪ জুলাই) রাতে আতশবাজির বিস্ফোরণে ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com